বিশেষ বিবাহ আইন, ১৯৫৪

(১৯৫৪-র ৪৩ নং আইন)

[৯ই অক্টোবর, ১৯৫৪]

কোন কোন ক্ষেত্রে একটি বিশেষ প্রকারের বিবাহের, ঐরূপ বিবাহ ও অন্য কোন কোন বিবাহ রেজিষ্ট্রীকরণের এবং বিবাহবিচ্ছেদের জন্য ব্যবস্থাকরণার্থ আইন।

ভারত সাধারণতন্ত্রের পঞ্চম বর্ষে সংসদ কর্তৃক নিম্নরূপে বিধিবদ্ধ হইল :—

অধ্যায় ১

উপক্রমণিকা

১। (১) এই আইন বিশেষ বিবাহ আইন, ১৯৫৪ নামে অভিহিত হইবে। সংক্ষিপ্ত নাম, প্রসার ও প্রারম্ভ।

(২) ইহা জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্য ব্যতীত সমগ্র ভারতে প্রসারিত হইবে, এবং যে রাজ্যক্ষেত্রসমূহে এই আইন প্রসারিত হইবে সেই রাজ্যক্ষেত্রসমূহের অধিবাসী ভারতের যে নাগরিকগণ জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্যে রহিয়াছে তাহাদের প্রতিও ইহা প্রযুক্ত হইবে।

(৩) কেন্দ্রীয় সরকার, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, যে তারিখ নির্দিষ্ট করিতে পারেন, ইহা সেই তারিখে বলবৎ হইবে।

২। এই আইনে, প্রসঙ্গতঃ অন্যথা আবশ্যক না হইলে,— সংজ্ঞার্থ।

* * * * *

(খ) "প্রতিষিদ্ধ সম্বন্ধের পর্যায়সমূহ"—কোন পুরুষ ও প্রথম তফসিলের ভাগ ১-এ উল্লিখিত ব্যক্তিগণের মধ্যে যেকেহ এবং কোন স্ত্রীলোক ও উক্ত তফসিলের ভাগ ২-এ উল্লিখিত ব্যক্তিগণের মধ্যে যেকেহ প্রতিষিদ্ধ সম্বন্ধের পর্যায়সমূহের মধ্যে অবস্থিত ;

ব্যাখ্যা ১।—সম্বন্ধ অন্তর্ভুক্ত করিবে,—

(ক) বৈমাত্রেয় বা বৈপিত্রেয় সম্বন্ধ এবং, পূর্ণরক্তের সম্বন্ধ ;

(খ) অবৈধ এবং বৈধ রক্ত সম্বন্ধ ;

(গ) দত্তকজনিত সম্বন্ধ এবং, রক্তের সম্বন্ধ ; এবং এই

আইনে সম্বন্ধবাচক সকল পদের তদনুযায়ী অর্থ করিতে হইবে।

ব্যাখ্যা ২।—"পূর্ণরক্ত" ও "বৈমাত্রেয়"—দুইজন ব্যক্তিকে পরস্পরের সহিত পূর্ণরক্তের সম্বন্ধযুক্ত তখন বলা হয় যখন তাঁহারা অভিন্ন পূর্বজ হইতে একই স্ত্রীর দ্বারা অবজনিত এবং বৈমাত্রেয় সম্বন্ধযুক্ত তখন বলা হয় যখন তাঁহারা অভিন্ন পূর্বজ হইতে কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন স্ত্রীর দ্বারা অবজনিত।

ব্যাখ্যা ৩।—"বৈপিত্রেয়"—দুইজন ব্যক্তিকে পরস্পরের সহিত বৈপিত্রেয় সম্বন্ধযুক্ত তখন বলা হয় যখন তাঁহারা অভিন্ন পূর্বজা হইতে কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন স্বামীর দ্বারা অবজনিত।

ব্যাখ্যা ৪।—ব্যাখ্যা ২ ও ৩-এ "পূর্বজ" বলিতে পিতাকে এবং "পূর্বজা" বলিতে মাতাকে অন্তর্ভুক্ত করিবে।

* * * *

(ঘ) কোন বিবাহ আধিকারিক সম্পর্কে "জিলা" বলিতে, সেই ক্ষেত্র বা অঞ্চল বুঝাইবে যাহার জন্য সে ৩ ধারার (১) উপধারা বা (২) উপধারা অনুযায়ী বিবাহ আধিকারিকরূপে নিযুক্ত হয়;

(ঙ) "জিলা আদালত" বলিতে, যে অঞ্চলের জন্য নগর দেওয়ানী আদালত আছে সেই অঞ্চলে সেই আদালত বুঝায় এবং অন্য কোন অঞ্চলে আদিম ক্ষেত্রাধিকার-সম্পন্ন প্রধান দেওয়ানী আদালত বুঝায়, এবং উহা এরূপ অন্য কোন দেওয়ানী আদালত অন্তর্ভুক্ত করে যাহা এই আইনে ব্যবস্থিত বিষয়সমূহ সম্পর্কে ক্ষেত্রাধিকারসম্পন্ন বলিয়া রাজ্য সরকার কর্তৃক সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা বিনির্দিষ্ট হইতে পারে;

(চ) "বিহিত" বলিতে এই আইন অনুযায়ী প্রণীত নিয়মাবলী দ্বারা বিহিত বুঝাইবে;

(ছ) কোন সংঘশাসিত রাজ্যক্ষেত্র সম্পর্কে "রাজ্য সরকার" বলিতে উহার প্রশাসককে বুঝাইবে;

বিবাহ আধিকারিকগণ।

৩। (১) এই আইনের প্রয়োজনার্থে, রাজ্য সরকার, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, সমগ্র রাজ্যের বা উহার যেকোন ভাগের জন্য এক বা একাধিক বিবাহ আধিকারিক নিযুক্ত করিতে পারেন।

(২) এই আইনের প্রয়োজনার্থে, যে রাজ্যক্ষেত্রসমূহে এই আইন প্রসারিত সেই রাজ্যক্ষেত্রসমূহে অধিবাসী ভারতের যে নাগরিকগণ জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্যে রহিয়াছে তাহাদের প্রতি এই আইনের প্রয়োগে, কেন্দ্রীয় সরকার, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, কেন্দ্রীয় সরকারের যে আধিকারিকগণকে ঐ রাজ্যের বা উহার যেকোন ভাগের জন্য বিবাহ আধিকারিক হইবার উপযুক্ত মনে করেন, তাহাদের বিনির্দিষ্ট করিতে পারেন।

অধ্যায় ২

বিশেষ বিবাহের অনুষ্ঠান

৪। বিবাহের অনুষ্ঠান সম্পর্কে তৎসময়ে বলবৎ অন্য যেকোন বিধিতে যাহাই থাকুক না কেন তৎসত্ত্বেও, এই আইন অনুযায়ী যেকোন দুইজন ব্যক্তির মধ্যে বিবাহ অনুষ্ঠিত হইতে পারে, যদি বিবাহের সময়ে নিম্নলিখিত শর্তসমূহ পূরিত হয়, যথা :— বিশেষ বিবাহের অনুষ্ঠান সম্পর্কিত শর্তসমূহ।

(ক) উভয়ের কোন পক্ষেরই স্বামী বা স্ত্রী জীবিত নাই;

(খ) উভয়ের কোন পক্ষই—

(i) মানসিক অসুস্থতার পরিণামস্বরূপ বিবাহে সিদ্ধ সম্মতি দিতে অসমর্থ নহে; অথবা

(ii) সিদ্ধ সম্মতি দিতে সমর্থ হইলেও, এরূপ প্রকারের বা এতদূর পর্যন্ত মানসিক বৈকল্যে পীড়িত নহে যে বিবাহের বা প্রজননের পক্ষে অযোগ্য হইয়া পড়িয়াছে; অথবা

(iii) উন্মাদ বা মৃগীরোগের পুনরাবর্তক আক্রমণের অধীন হয় নাই;

(গ) পুরুষ একুশ বৎসর বয়স ও নারী আঠার বৎসর বয়স পূর্ণ করিয়াছে;

(ঘ) পক্ষগণ প্রতিষিদ্ধ সম্বন্ধের পর্যায়সমূহের মধ্যে নহে :

তবে, যেক্ষেত্রে পক্ষগণের মধ্যে অন্ততঃ এক পক্ষ এরূপ কোন রীতি দ্বারা শাসিত হয় যাহা উহাদের মধ্যে বিবাহের অনুমতি দেয়, সেক্ষেত্রে, তাহারা প্রতিষিদ্ধ সম্বন্ধের পর্যায়সমূহের মধ্যে হওয়া সত্ত্বেও, ঐ বিবাহ অনুষ্ঠিত হইতে পারে; এবং

(ঙ) যেক্ষেত্রে বিবাহ জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্যে অনুষ্ঠিত হয় সেক্ষেত্রে উভয়পক্ষ, যে রাজ্যক্ষেত্রসমূহে এই

আইন প্রসারিত, সেই রাজ্যক্ষেত্রসমূহের অধিবাসী ভারতের নাগরিক হয়।

ব্যাখ্যা।—এই ধারায় কোন জনজাতি, সম্প্রদায়, গোষ্ঠী বা পরিবারের অন্তর্ভুক্ত কোন ব্যক্তি সম্পর্কে "রীতি" বলিতে এরূপ কোন নিয়ম বুঝায় যাহা রাজ্য সরকার, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, ঐ জনজাতি, সম্প্রদায়, গোষ্ঠী বা পরিবারের প্রতি প্রযোজ্য বলিয়া এতৎপক্ষে বিনির্দিষ্ট করিতে পারেন ঃ

তবে, এরূপ কোন প্রজ্ঞাপন কোনও জনজাতি, সম্প্রদায়, গোষ্ঠী বা পরিবারের সদস্যগণ সম্পর্কে জারি করা হইবে না, যদি না রাজ্য সরকারের প্রতীতি হয় যে—

(i) ঐরূপ নিয়ম ঐ সদস্যগণের মধ্যে অবিচ্ছিন্নভাবে ও একইরূপে দীর্ঘকাল ধরিয়া পালিত হইয়াছে ;

(ii) ঐরূপ নিয়ম নিশ্চিত এবং উহা অযৌক্তিক বা জননীতির বিরোধী নহে ; এবং

(iii) ঐরূপ নিয়ম একটি মাত্র পরিবারের প্রতি প্রযোজ্য হইলে, ঐ পরিবার উহা বন্ধ করিয়া দেয় নাই।

অভিপ্রেত বিবাহের নোটিস।

৫। যখন কোন বিবাহ এই আইন অনুসারে অনুষ্ঠিত হইবার জন্য অভিপ্রেত হয়, তখন বিবাহের পক্ষগণ উহার লিখিত নোটিস দ্বিতীয় তফসিলে বিনির্দিষ্ট ফরমে সেই জিলার বিবাহ আধিকারিকের নিকট দিবে যে জিলায় বিবাহের পক্ষগণের অন্ততঃ একপক্ষ ঐ নোটিস যে তারিখে দেওয়া হয় সেই তারিখের অব্যবহিত পূর্বে অন্যূন ত্রিশ দিন ধরিয়া বসবাস করিয়াছে।

বিবাহ নোটিস বহি এবং প্রকাশন।

৬। (১) বিবাহ আধিকারিক ৫ ধারা অনুযায়ী প্রদত্ত সকল নোটিস তাঁহার করণের অভিলেখসমূহের সহিত রাখিবেন এবং এরূপ প্রত্যেকটি নোটিসের একটি যথার্থ প্রতিলিপি তদুদ্দেশ্যে বিহিত 'বিবাহ নোটিস বহি' নামে অভিধেয় একটি বহিতে তৎক্ষণাৎ প্রবেশিত করিবেন এবং ঐ বহি, সকল যুক্তিসঙ্গত সময়ে, উহা পরিদর্শন করিতে অভিলাষী যেকোন ব্যক্তির দ্বারা বিনা ফী-তে পরিদর্শনের জন্য অবারিত থাকিবে।

(২) বিবাহ আধিকারিক এরূপ প্রত্যেকটি নোটিস, উহার একটি প্রতিলিপি তাঁহার করণের কোন দৃষ্টি-আকর্ষক স্থানে সংলগ্ন করিয়া প্রকাশিত করাইবেন।

(৩) যেক্ষেত্রে কোন অভিপ্রেত বিবাহের পক্ষদ্বয়ের যেকোন পক্ষ যে বিবাহ আধিকারিকের নিকট ৫ ধারা অনুযায়ী নোটিস দেওয়া হইয়াছে সেই বিবাহ আধিকারিকের জিলার স্থানীয় সীমার মধ্যে স্থায়িভাবে বসবাস করে না, সেক্ষেত্রে ঐ বিবাহ আধিকারিক ঐ পক্ষ যে জিলার সীমার মধ্যে স্থায়িভাবে বসবাস করিতেছে সেই জিলার বিবাহ আধিকারিকের নিকট ঐ নোটিসের একটি প্রতিলিপি প্রেরণ করাইবেন, এবং ঐ বিবাহ আধিকারিক তদনন্তর উহার একটি প্রতিলিপি তাঁহার করণে কোন দৃষ্টি-আকর্ষক স্থানে সংলগ্ন করাইবেন।

বিবাহে আপত্তি।

৭। (১) যেকোন ব্যক্তি, যে তারিখে এরূপ কোন নোটিস ৬ ধারার (২) উপধারা অনুযায়ী প্রকাশিত হইয়াছে সেই তারিখ হইতে ত্রিশ দিন অবসিত হওয়ার পূর্বে, এই হেতুতে ঐ বিবাহে আপত্তি করিতে পারিবে যে উহা ৪ ধারায় বিনির্দিষ্ট শর্তসমূহের এক বা একাধিক শর্ত উল্লঙ্ঘন করিবে।

(২) যে তারিখে কোন অভিপ্রেত বিবাহের নোটিস ৬ ধারার (২) উপধারা অনুযায়ী প্রকাশিত হইয়াছে সেই তারিখ হইতে ত্রিশ দিন অবসিত হওয়ার পরে ঐ বিবাহ অনুষ্ঠিত হইতে পারিবে, যদি না উহাতে পূর্বেই (১) উপধারা অনুযায়ী আপত্তি করা হইয়া থাকে।

(৩) ঐ আপত্তির প্রকৃতি বিবাহ আধিকারিক কর্তৃক বিবাহ নোটিস বহিতে লিখিতভাবে নথিভুক্ত হইবে, আপত্তিকারী ব্যক্তিকে উহা পাঠ করিয়া শুনানো ও, প্রয়োজন হইলে, ব্যাখ্যাত হইবে এবং তাহার দ্বারা বা তাহার পক্ষে স্বাক্ষরিত হইবে।

আপত্তি প্রাপ্তির পর প্রক্রিয়া।

৮। (১) যদি কোন অভিপ্রেত বিবাহে ৭ ধারা অনুযায়ী কোন আপত্তি করা হয়, তাহা হইলে, যে পর্যন্ত না বিবাহ আধিকারিক ঐ আপত্তির বিষয়ে অনুসন্ধান করেন এবং ঐ আপত্তিতে বিবাহের অনুষ্ঠান ব্যাহত হওয়া উচিত নয় বলিয়া তাঁহার প্রতীতি হয় অথবা আপত্তিকারী ব্যক্তি কর্তৃক আপত্তিটি প্রত্যাহৃত হয় সে পর্যন্ত তিনি ঐ বিবাহ অনুষ্ঠিত করিবেন না; কিন্তু ঐ বিবাহ আধিকারিক আপত্তিটির বিষয়ে অনুসন্ধান করিবার ও কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার উদ্দেশ্যে আপত্তির তারিখ হইতে ত্রিশ দিনের অধিক লইবেন না।

(২) যদি বিবাহ আধিকারিক আপত্তিটি মানিয়া লন এবং বিবাহ অনুষ্ঠিত করিতে অস্বীকার করেন, তাহা হইলে, অভিপ্রেত বিবাহের যেকোন পক্ষ, ঐরূপ অস্বীকৃতির তারিখ হইতে ত্রিশ দিনের মধ্যে, যে জিলা আদালতের স্থানীয় সীমার মধ্যে ঐ বিবাহ

আধিকারিকের করণ অবস্থিত সেই জিলা আদালতের নিকট আপীল করিতে পারিবে, এবং এরূপ আপীলের উপর জিলা আদালতের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত হইবে, এবং বিবাহ আধিকারিক ঐ আদালতের সিদ্ধান্ত অনুসারে কার্য করিবেন।

অনুসন্ধান সম্পর্কে বিবাহ আধিকারিকের ক্ষমতাসমূহ।

৯। (১) ৮ ধারা অনুযায়ী কোনও অনুসন্ধানের প্রয়োজনার্থে, কোন মোকদ্দমা বিচার করিবার কালে দেওয়ানী প্রক্রিয়া সংহিতা, ১৯০৮ অনুযায়ী দেওয়ানী আদালতে নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ সম্পর্কে বর্তিত সকল ক্ষমতা, বিবাহ আধিকারিকের থাকিবে, যথা :— ১৯০৮-এর ৫।

(ক) সাক্ষিগণকে সমন করা ও তাহাদের উপস্থিতি বলবৎ করা এবং তাহাদের শপথপূর্বক পরীক্ষা করা ;

(খ) প্রকটন ও পরিদর্শন ;

(গ) লেখ্যসমূহ উপস্থাপন করিতে বাধ্যকরণ ;

(ঘ) এফিডেভিট-এর উপর সাক্ষ্যগ্রহণ ; এবং

(ঙ) সাক্ষিগণের পরীক্ষার জন্য কমিশনসমূহ নিষ্ক্রামণ ;

এবং বিবাহ আধিকারিকের সমক্ষে যেকোন কার্যবাহ ভারতীয় দণ্ড সংহিতার ১৯৩ ধারার অর্থের মধ্যে বিচারিক কার্যবাহ বলিয়া গণ্য হইবে। ১৮৬০-এর ৪৫।

ব্যাখ্যা। —সাক্ষ্য দিবার জন্য কোন ব্যক্তির উপস্থিতি বলবৎ করিবার প্রয়োজনার্থে, বিবাহ আধিকারিকের ক্ষেত্রাধিকারের স্থানীয় সীমা তাঁহার জিলার স্থানীয় সীমা হইবে।

(২) বিবাহ আধিকারিকের নিকট যদি এরূপ প্রতীয়মান হয় যে কোন অভিপ্রেত বিবাহে কৃত কোন আপত্তি যুক্তিসঙ্গত নহে এবং তাহা সরল বিশ্বাসে করা হয় নাই, তাহা হইলে, তিনি আপত্তিকারী ব্যক্তির উপর এক হাজার টাকার অনধিক খরচাসমূহ ক্ষতিপূরণরূপে ধার্য করিতে পারেন এবং অভিপ্রেত বিবাহের পক্ষগণকে উহা সমগ্রতঃ বা উহার কোন অংশ প্রদান করিতে পারেন, এবং খরচাসমূহের জন্য ঐরূপে কৃত কোন আদেশ সেই প্রণালীতেই নিষ্পাদিত করা যাইবে যে প্রণালীতে, যে জিলা আদালতের ক্ষেত্রাধিকারের স্থানীয় সীমার মধ্যে বিবাহ আধিকারিকের করণ অবস্থিত, সেই জিলা আদালত কর্তৃক প্রদত্ত কোন ডিক্রী নিষ্পাদিত হয়।

আপত্তি প্রাপ্তির পর বহিস্থ বিবাহ আধিকারিক কর্তৃক প্রক্রিয়া।

১০। যেক্ষেত্রে ৭ ধারা অনুযায়ী কোন আপত্তি জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্যস্থ কোন বিবাহ আধিকারিকের নিকট ঐ রাজ্যে কোন অভিপ্রেত বিবাহ সম্পর্কে করা হয় এবং বিবাহ আধিকারিক, ঐ বিষয়ে যেরূপ উপযুক্ত মনে করেন সেরূপ অনুসন্ধান করার পরে,

তৎসম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করেন, তাহা হইলে, তিনি ঐ বিবাহ অনুষ্ঠিত করিবেন না কিন্তু বিষয়টি সম্পর্কে যেরূপ উপযুক্ত মনে করেন সেরূপ বিবৃতি সহ অভিলেখটি কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট প্রেরণ করিবেন, এবং কেন্দ্রীয় সরকার, ঐ বিষয়ে যেরূপ উপযুক্ত মনে করেন সেরূপ অনুসন্ধান করিবার পরে এবং সেরূপ মন্ত্রণা গ্রহণ করিবার পরে, উহার উপর স্বীয় সিদ্ধান্ত লিখিতভাবে বিবাহ অধিকারিকের নিকট প্রদান করিবেন এবং ঐ বিবাহ আধিকারিক কেন্দ্রীয় সরকারের সিদ্ধান্ত অনুসারে কার্য করিবেন।

পক্ষগণ ও সাক্ষিগণ কর্তৃক ঘোষণা।

১১। বিবাহ অনুষ্ঠিত হইবার পূর্বে পক্ষগণ ও তিনজন সাক্ষী, বিবাহ আধিকারিকের সমক্ষে, এই আইনের তৃতীয় তফসিলে বিনির্দিষ্ট ফরমে একটি ঘোষণা স্বাক্ষরিত করিবে, এবং ঘোষণাটি বিবাহ আধিকারিক কর্তৃক প্রতিস্বাক্ষরিত হইবে।

অনুষ্ঠানের স্থান ও পদ্ধতি।

১২। (১) বিবাহ, বিবাহ আধিকারিকের করণে অথবা ঐ স্থান হইতে কোন যুক্তিসঙ্গত দূরত্বের মধ্যে পক্ষগণ যেরূপ ইচ্ছা করে সেরূপ কোন স্থানে এবং যেরূপ বিহিত হইতে পারে সেরূপ শর্তে ও সেরূপ অতিরিক্ত ফী প্রদানের পর, অনুষ্ঠিত হইতে পারে।

(২) পক্ষগণ যে পদ্ধতি অবলম্বন করিতে পছন্দ করে, বিবাহ সেই পদ্ধতিতে অনুষ্ঠিত হইতে পারে ঃ

তবে, ইহা সম্পূর্ণ এবং পক্ষগণের উপর আবদ্ধকর হইবে না, যদি না প্রত্যেক পক্ষ বিবাহ আধিকারিক ও তিনজন সাক্ষীর সমক্ষে পক্ষগণের বোধগম্য কোনও ভাষায় অপর পক্ষকে বলে, "আমি (ক) তোমাকে (খ-কে) আমার বিধিসম্মত স্ত্রী (বা স্বামী) বলিয়া গ্রহণ করিতেছি"।

বিবাহের শংসাপত্র

১৩। (১) বিবাহ যখন অনুষ্ঠিত হইয়া যাইবে তখন বিবাহ আধিকারিক চতুর্থ তফসিলে বিনির্দিষ্ট ফরমে উহার একটি শংসাপত্র তাঁহার দ্বারা তদুদ্দেশ্যে রক্ষণীয় এবং বিবাহ শংসাপত্র বহি নামে অভিধেয় একটি বহিতে প্রবেশিত করিবেন এবং ঐরূপ শংসাপত্র বিবাহের পক্ষগণ ও তিনজন সাক্ষীর দ্বারা স্বাক্ষরিত হইবে।

(২) বিবাহ আধিকারিক কর্তৃক বিবাহ শংসাপত্র বহিতে কোন শংসাপত্র প্রবেশিত হইলে ঐ শংসাপত্র এই তথ্যের নিশ্চায়ক সাক্ষ্য বলিয়া গণ্য হইবে যে বিবাহ এই আইন অনুযায়ী অনুষ্ঠিত হইয়াছে এবং সাক্ষিগণের স্বাক্ষর সম্পর্কিত সকল আনুষ্ঠানিকতা প্রতিপালিত হইয়াছে।

তিন মাসের মধ্যে বিবাহ অনুষ্ঠিত না হইলে নূতন নোটিস।

১৪। যখনই কোন বিবাহ, যে তারিখে উহার নোটিস ৫ ধারার আবশ্যকতামত বিবাহ আধিকারিকের নিকট দেওয়া হইয়াছে সেই তারিখ হইতে তিন পঞ্জিকা মাসের মধ্যে অথবা

যেক্ষেত্রে ৮ ধারার (২) উপধারা অনুযায়ী কোন আপীল দায়ের করা হইয়াছে সেক্ষেত্রে ঐ আপীলের উপর জিলা আদালতের সিদ্ধান্তের তারিখ হইতে তিন মাসের মধ্যে অথবা যেক্ষেত্রে কোন মামলার অভিলেখ ১০ ধারা অনুযায়ী কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট প্রেরিত হইয়াছে সেক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকারের সিদ্ধান্তের তারিখ হইতে তিন মাসের মধ্যে অনুষ্ঠিত না হয়, তখন ঐ নোটিস ও তদুদ্ভূত অন্য সকল কার্যবাহ ব্যপগত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে, এবং কোনও বিবাহ আধিকারিক ঐ বিবাহ অনুষ্ঠিত করিবেন না, যে পর্যন্ত না এই আইনে ব্যবস্থিত প্রণালীতে নূতন একটি নোটিস প্রদত্ত হয়।

অধ্যায় ৩

অন্যান্য পদ্ধতিতে উদ্‌যাপিত বিবাহসমূহের রেজিস্ট্রীকরণ

অন্যান্য পদ্ধতিতে উদ্‌যাপিত বিবাহসমূহের রেজিস্ট্রীকরণ।

১৫। বিশেষ বিবাহ আইন, ১৮৭২ অনুযায়ী অথবা এই আইন অনুযায়ী অনুষ্ঠিত কোন বিবাহ ভিন্ন অন্য কোনও বিবাহ, তাহা এই আইনের পূর্বে বা পরে যখনই উদ্‌যাপিত হউক, যে রাজ্যক্ষেত্রসমূহে এই আইন প্রসারিত সেই রাজ্যক্ষেত্রসমূহে কোন বিবাহ আধিকারিক কর্তৃক এই অধ্যায় অনুযায়ী রেজিস্ট্রীকৃত হইতে পারিবে যদি নিম্নলিখিত শর্তসমূহ পূরিত হয়, যথা :— ১৮৭২-এর ৩।

(ক) পক্ষগণের মধ্যে বিবাহের কোন ক্রিয়াকর্ম সম্পাদিত হইয়াছে এবং উহারা তদবধি স্বামী-স্ত্রীরূপে একত্রে বাস করিতেছে ;

(খ) রেজিস্ট্রীকরণের সময়ে উভয়ের কোন পক্ষেরই একাধিক স্বামী বা স্ত্রী জীবিত নাই ;

(গ) রেজিস্ট্রীকরণের সময়ে উভয়ের কোন পক্ষই জড়বুদ্ধি বা উন্মাদ নহে ;

(ঘ) রেজিস্ট্রীকরণের সময়ে পক্ষগণ একুশ বৎসর বয়স পূর্ণ করিয়াছে ;

(ঙ) পক্ষগণ প্রতিষিদ্ধ সম্বন্ধের পর্যায়সমূহের মধ্যে নহে :

তবে, এই আইনের প্রারম্ভের পূর্বে উদ্‌যাপিত কোন বিবাহের ক্ষেত্রে, এই শর্ত তাহাদের প্রত্যেককে শাসিত করে এরূপ কোন বিধির অথবা বিধির বলসম্পন্ন কোন রীতি বা প্রথার অধীন হইবে যাহা ঐ দুইজনের মধ্যে বিবাহের অনুমতি দেয় ; এবং

(চ) যে তারিখে বিবাহের রেজিস্ট্রীকরণের জন্য বিবাহ

আধিকারিকের নিকট আবেদন করা হয় সেই তারিখের অব্যবহিত পূর্ববর্তী অন্যূন ত্রিশ দিন সময়-সীমা ধরিয়া পক্ষগণ ঐ বিবাহ আধিকারিকের জিলার মধ্যে বসবাস করিতেছে।

১৬। কোন বিবাহের উভয় পক্ষ কর্তৃক স্বাক্ষরিত কোন আবেদন এই অধ্যায় অনুযায়ী উহাদের বিবাহের রেজিস্ট্রীকরণের জন্য প্রাপ্তির পর বিবাহ আধিকারিক যেরূপ বিহিত হয় সেরূপ প্রণালীতে উহার সার্বজনিক নোটিস দিবেন এবং আপত্তির জন্য ত্রিশ দিন সময় দেওয়ার পরে এবং ঐ সময়ের মধ্যে প্রাপ্ত কোন আপত্তি শুনিবার পরে, যদি তাঁহার প্রতীতি হয় যে ১৫ ধারায় বর্ণিত সকল শর্ত পূরিত হইয়াছে, তাহা হইলে, তিনি পঞ্চম তফসিলে বিনির্দিষ্ট ফরমে বিবাহের একটি শংসাপত্র বিবাহ শংসাপত্র বহিতে প্রবেশিত করিবেন, এবং ঐ শংসাপত্র বিবাহের পক্ষগণ ও তিনজন সাক্ষী দ্বারা স্বাক্ষরিত হইবে।

রেজিস্ট্রীকরণের জন্য প্রক্রিয়া।

১৭। কোন বিবাহ আধিকারিকের এই অধ্যায় অনুযায়ী কোন বিবাহ রেজিস্ট্রী করিতে অস্বীকার করিবার কোনও আদেশ দ্বারা ক্ষুব্ধ কোনও ব্যক্তি, ঐ আদেশের তারিখ হইতে ত্রিশ দিনের মধ্যে, যে জিলা আদালতের ক্ষেত্রাধিকারের স্থানীয় সীমার মধ্যে ঐ বিবাহ আধিকারিকের করণ অবস্থিত সেই জিলা আদালতের নিকট ঐ আদেশের বিরুদ্ধে আপীল করিতে পারিবে, এবং ঐরূপ আপীলের উপর জিলা আদালতের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত হইবে, এবং ঐ বিবাহ আধিকারিক যাঁহার নিকট আবেদন করা হইয়াছিল, তিনি ঐরূপ সিদ্ধান্ত অনুসারে কার্য করিবেন।

১৬ ধারা অনুযায়ী আদেশ হইতে আপীল।

১৮। যেক্ষেত্রে কোন বিবাহের শংসাপত্র এই অধ্যায় অনুযায়ী বিবাহ শংসাপত্র বহিতে চূড়ান্তভাবে প্রবেশিত হইয়াছে সেক্ষেত্রে, ২৪ ধারার (২) উপধারার অন্তর্গত বিধানসমূহের অধীনে, ঐ বিবাহ ঐরূপ প্রবিষ্টির তারিখ হইতে এই আইন অনুযায়ী অনুষ্ঠিত বিবাহ বলিয়া গণ্য হইবে, এবং ঐ বিবাহ ক্রিয়ার তারিখের পরে জাত সকল সন্তান (যাঁহাদের নামও বিবাহ শংসাপত্র বহিতে প্রবেশিত করা হইবে) সর্ব বিষয়ে তাহাদের পিতামাতার বৈধ সন্তান হয় ও সর্বদাই ছিল বলিয়া গণ্য হইবে :

এই অধ্যায় অনুযায়ী বিবাহ রেজিস্ট্রী-করণের ফল।

তবে, এই ধারার অন্তর্গত কোন কিছুরই এরূপ অর্থ করা হইবে না যে তাহা ঐরূপ কোন সন্তানগণকে আপন পিতামাতা ভিন্ন অন্য কোন ব্যক্তির সম্পত্তিতে বা সম্পত্তি সম্পর্কে কোনও অধিকার এরূপ কোন ক্ষেত্রে অর্পণ করে যেক্ষেত্রে, এই আইন প্রণীত না হইয়া

থাকিলে, ঐ সন্তানগণ তাহাদের পিতামাতার বৈধ সন্তান না হওয়ার কারণে ঐরূপ কোনও অধিকার দখলে রাখিতে বা অর্জন করিতে অসমর্থ হইত।

অধ্যায় ৪

এই আইন অনুযায়ী বিবাহের পরিণামসমূহ

অবিভক্ত পরিবারের সদস্যের উপর বিবাহের ফল।

১৯। হিন্দু, বৌদ্ধ, শিখ বা জৈন ধর্মাবলম্বী কোন অবিভক্ত পরিবারের কোন সদস্যের এই আইন অনুযায়ী অনুষ্ঠিত বিবাহ ঐ পরিবার হইতে তাহার বিচ্ছিন্নতা ঘটায় বলিয়া গণ্য হইবে।

এই আইন দ্বারা প্রভাবিত নহে এরূপ অধিকার ও নির্যোগ্যতাসমূহ।

২০। কোন সম্পত্তি উত্তরাধিকারের অধিকার সম্পর্কে, জাতি নির্যোগ্যতা দূরীকরণ আইন, ১৮৫০ যে ব্যক্তির প্রতি প্রযুক্ত সে যে অধিকারসমূহ পায় ও যে নির্যোগ্যতাসমূহের অধীন হয়, এই আইন অনুযায়ী যাহার বিবাহ অনুষ্ঠিত হইয়াছে এরূপ কোন ব্যক্তি, ১৯ ধারার বিধানসমূহের অধীনে, সেই একই অধিকারসমূহ পাইবে ও সেই একই নির্যোগ্যতাসমূহের অধীন হইবে। ১৮৫০-এর ২১।

এই আইন অনুযায়ী বিবাহিত পক্ষসমূহের সম্পত্তির উত্তরাধিকার।

২১। কোন কোন সম্প্রদায়ের সদস্যগণের প্রতি ভারতীয় উত্তরাধিকার আইন, ১৯২৫-এর প্রয়োগ সম্পর্কে, ঐ আইনের অন্তর্গত কোনও বাধানিষেধ সত্ত্বেও, এই আইন অনুযায়ী যাহার বিবাহ অনুষ্ঠিত হইয়াছে এরূপ কোন ব্যক্তির সম্পত্তির এবং ঐ বিবাহের সন্ততির সম্পত্তির উত্তরাধিকার উক্ত আইনের বিধানসমূহ দ্বারা প্রনিয়ন্ত্রিত হইবে এবং এই ধারার বিধানসমূহের প্রয়োজনার্থে ঐ আইন এইভাবে কার্যকর হইবে যেন উহা হইতে ভাগ ৫-এর অধ্যায় ৩ (উইলবিহীন পার্শীদের জন্য বিশেষ নিয়মাবলী) বাদ দেওয়া হইয়াছে। ১৯২৫-এর ৩৯।

কোন কোন ক্ষেত্রে বিশেষ বিধান।

২১ক। যেস্থলে হিন্দু, বৌদ্ধ, শিখ বা জৈন ধর্মাবলম্বী কোন ব্যক্তির বিবাহ হিন্দু, বৌদ্ধ, শিখ বা জৈন ধর্মাবলম্বী কোন ব্যক্তির সহিত অনুষ্ঠিত হয়, সেস্থলে ১৯ ধারা ও ২১ ধারা প্রযুক্ত হইবে না এবং ২০ ধারার সেই অংশও প্রযুক্ত হইবে না যাহা কোন নির্যোগ্যতা সৃজন করে।

অধ্যায় ৫

দাম্পত্যাধিকার পুনঃস্থাপন ও বিচারিক পৃথক্‌করণ

দাম্পত্যাধিকার পুনঃস্থাপন।

২২। যেক্ষেত্রে স্বামী বা স্ত্রী, যেকেহ যুক্তিসঙ্গত কারণ ব্যতীত, অপরের সংসর্গ হইতে নিজেকে প্রত্যাহৃত করিয়াছে, সেক্ষেত্রে ক্ষুব্ধ

পক্ষ দাম্পত্যাধিকার পুনঃস্থাপনের জন্য জিলা আদালতের নিকট দরখাস্ত দ্বারা আবেদন করিতে পারে এবং ঐরূপ দরখাস্তে প্রদত্ত বিবৃতিসমূহের সত্যতা সম্পর্কে এবং আবেদনটি কেন মঞ্জুর করা হইবে না তাহার যে কোনও বৈধ হেতু নাই তৎসম্পর্কে আদালতের প্রতীতি হইলে আদালত তদনুযায়ী দাম্পত্যাধিকার পুনঃস্থাপন করিবার ডিক্রী প্রদান করিতে পারেন।

ব্যাখ্যা।—যেস্থলে সংসর্গ-প্রত্যাহরণের যুক্তিসঙ্গত কারণ ছিল কিনা এই প্রশ্ন ওঠে, সেস্থলে যুক্তিসঙ্গত কারণ প্রমাণ করিবার ভার সেই ব্যক্তির উপরই পড়িবে যে সংসর্গ প্রত্যাহার করিয়াছে।

২৩। (১) বিচারিক পৃথক্‌করণের জন্য দরখাস্ত,— বিচারিক পৃথককরণ।

(ক) ২৭ ধারার (১) উপধারায় ও (১ক) উপধারায় বিনির্দিষ্ট এরূপ যেকোন হেতুতে, যাহার ভিত্তিতে বিবাহবিচ্ছেদের জন্য কোন দরখাস্ত দাখিল করা যাইতে পারিত; অথবা

(খ) দাম্পত্যাধিকার পুনঃস্থাপনের জন্য কোন ডিক্রী পালন করিতে ব্যর্থতার হেতুতে;

স্বামী বা স্ত্রী, যে কাহারও, দ্বারা জিলা আদালতের নিকট দাখিল হইতে পারে; এবং ঐরূপ দরখাস্তে প্রদত্ত বিবৃতিসমূহের সত্যতা সম্পর্কে এবং আবেদনটি কেন মঞ্জুর করা হইবে না তাহার যে কোনও বৈধ হেতু নাই তৎসম্পর্কে আদালতের প্রতীতি হইলে আদালত তদনুযায়ী বিচারিক পৃথক্‌করণের ডিক্রী প্রদান করিতে পারেন।

(২) যেস্থলে আদালত বিচারিক পৃথক্‌করণের ডিক্রী মঞ্জুর করেন, সেস্থলে দরখাস্তকারীর পক্ষে প্রতিবাদীর সহিত সহবাস করা অবশ্য কর্তব্য হইবে না, কিন্তু আদালত, উভয় পক্ষের কেহ দরখাস্ত দ্বারা আবেদন করিলে এবং ঐরূপ দরখাস্তে প্রদত্ত বিবৃতিসমূহের সত্যতা সম্পর্কে আদালতের প্রতীতি হইলে, ঐ ডিক্রী রহিত করিতে পারেন, যদি আদালত ঐরূপ করা ন্যায্য ও যুক্তিসঙ্গত বিবেচনা করেন।

অধ্যায় ৬

বিবাহের অকৃততা ও বিবাহবিচ্ছেদ

২৪। (১) এই আইন অনুযায়ী অনুষ্ঠিত যেকোন বিবাহ অকৃত ও বাতিল হইবে এবং, উহার যেকোন পক্ষের দ্বারা অপর পক্ষের বিরুদ্ধে উপস্থাপিত দরখাস্তের পর, অকৃততার ডিক্রী দ্বারা বাতিল বিবাহ।

ঐরূপ ঘোষিত হইতে পারিবে, যদি—

(i) ৪ ধারার (ক), (খ), (গ) ও (ঘ) প্রকরণে বিনির্দিষ্ট শর্তসমূহের যেকোনটি পূরিত না হইয়া থাকে ; অথবা

(ii) প্রতিবাদী বিবাহের সময় এবং মামলা দায়ের করার সময় যৌনসঙ্গমে অক্ষম থাকে।

(২) এই ধারার অন্তর্গত কোন কিছুই ১৮ ধারার অর্থের মধ্যে এই আইন অনুযায়ী অনুষ্ঠিত বলিয়া গণ্য কোনও বিবাহের প্রতি প্রযুক্ত হইবে না, কিন্তু অধ্যায় ৩ অনুযায়ী ঐরূপ কোন বিবাহের রেজিস্ট্রীকরণ কিছুমাত্র কার্যকর হইবে না বলিয়া ঘোষিত হইতে পারিবে যদি ঐরূপ রেজিস্ট্রীকরণ ১৫ ধারার (ক) হইতে (ঙ) প্রকরণে বিনির্দিষ্ট শর্তসমূহের যেকোন একটিরও উল্লঙ্ঘনে হইয়া থাকে :

তবে, এরূপ কোন ক্ষেত্রে ঐরূপ কোন ঘোষণা করা চলিবে না, যেক্ষেত্রে ১৭ ধারা অনুযায়ী আপীল করা হইয়াছে এবং জিলা আদালতের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হইয়াছে।

বাতিলযোগ্য বিবাহ।

২৫। এই আইন অনুযায়ী অনুষ্ঠিত কোন বিবাহ বাতিলযোগ্য হইবে এবং অকৃততার ডিক্রী দ্বারা রদ করা যাইবে, যদি—

(i) ঐ বিবাহ সহবাস-সংসিদ্ধ করিতে প্রতিবাদীর ইচ্ছাকৃত অস্বীকৃতির জন্য বিবাহটি সহবাস-সংসিদ্ধ না হইয়া থাকে ; অথবা

(ii) প্রতিবাদী বিবাহের সময় দরখাস্তকারী ভিন্ন অন্য কোন ব্যক্তির দ্বারা গর্ভবতী হইয়া থাকে ; অথবা

(iii) ভারতীয় সংবিদা আইন, ১৮৭২-এ যেরূপ সংজ্ঞার্থ-নিরূপিত সেরূপ পীড়ন বা প্রতারণার দ্বারা ঐ বিবাহের কোনও এক পক্ষের সম্মতি লব্ধ হইয়া থাকে : ১৮৭২-এর ৯।

তবে, (ii) প্রকরণে বিনির্দিষ্ট ক্ষেত্রে আদালত ডিক্রী মঞ্জুর করিবেন না, যদি না আদালতের প্রতীতি হয় যে—

(ক) বিবাহের সময়ে দরখাস্তকারী অভিকথিত তথ্যসমূহ সম্পর্কে অজ্ঞ ছিল ;

(খ) বিবাহের তারিখ হইতে এক বৎসরের মধ্যে কার্যবাহ রুজু করা হইয়াছিল ;

(গ) ডিক্রীর জন্য হেতুসমূহের অস্তিত্ব দরখাস্তকারী কর্তৃক আবিষ্কৃত হওয়ার সময় হইতে দরখাস্তকারীর সম্মতি সহ দাম্পত্য সঙ্গম ঘটে নাই :

পরন্তু, (iii) প্রকরণে বিনির্দিষ্ট ক্ষেত্রে, আদালত কোন ডিক্রী মঞ্জুর করিবেন না, যদি—

(ক) পীড়ন থামিয়া যাইবার অথবা, স্থলবিশেষে, প্রতারণা আবিষ্কৃত হইবার পরে এক বৎসরের মধ্যে কার্যবাহ রুজু করা না হইয়া থাকে ; অথবা

(খ) পীড়ন থামিয়া যাইবার অথবা, স্থলবিশেষে, প্রতারণা আবিষ্কৃত হইবার পরে, দরখাস্তকারী তাহার স্বাধীন সম্মতিতে বিবাহের অপর পক্ষের সহিত স্বামী-স্ত্রীরূপে বাস করিয়া থাকে।

বাতিল ও বাতিল-যোগ্য বিবাহ-সমূহের সন্তানদের বৈধতা।

২৬। (১) কোন বিবাহ ২৪ ধারা অনুযায়ী অকৃত ও বাতিল হওয়া সত্ত্বেও, ঐরূপ বিবাহের কোন সন্তান যে ঐ বিবাহ সিদ্ধ হইলে বৈধ হইত সে বৈধ হইবে, ঐ সন্তানের জন্ম বিবাহ-বিধি (সংশোধন) আইন, ১৯৭৬-এর প্রারম্ভের পূর্বে বা পরে যখনই হইয়া থাকুক এবং ঐ বিবাহ সম্পর্কে অকৃততার ডিক্রী এই আইন অনুযায়ী মঞ্জুর করা হইয়া থাকুক বা না থাকুক এবং ঐ বিবাহ এই আইন অনুযায়ী দরখাস্তক্রমে ভিন্ন অন্যথা বাতিল বলিয়া অভিনির্ধারিত হইয়া থাকুক বা না থাকুক।

(২) যেস্থলে ২৫ ধারা অনুযায়ী বাতিলযোগ্য কোন বিবাহ সম্পর্কে অকৃততার ডিক্রী মঞ্জুর করা হয়, সেস্থলে ডিক্রী প্রদত্ত হইবার পূর্বে জনিত বা গর্ভাহিত কোন সন্তান যে ঐ ডিক্রীর তারিখে ঐ বিবাহ অকৃত হইবার পরিবর্তে ভঙ্গ হইয়া থাকিলে ঐ বিবাহের পক্ষগণের বৈধ সন্তান হইত, সে ঐ অকৃততার ডিক্রী সত্ত্বেও উহাদের বৈধ সন্তান বলিয়া গণ্য হইবে।

(৩) (১) উপধারা বা (২) উপধারার অন্তর্ভুক্ত কোন কিছুরই এরূপ অর্থ করা হইবে না যে তাহা, যে বিবাহ অকৃত ও বাতিল হইয়াছে বা ২৫ ধারা অনুযায়ী কোন অকৃততার ডিক্রী দ্বারা অকৃত করা হইয়াছে, সেই বিবাহের কোন সন্তানকে পিতা-মাতা ভিন্ন অন্য কোন ব্যক্তির সম্পত্তিতে বা সম্পত্তি সম্পর্কে কোনও অধিকার এরূপ কোন ক্ষেত্রে অর্পণ করে যেক্ষেত্রে, এই আইন প্রণীত না হইয়া থাকিলে, ঐ সন্তান তাহার পিতামাতার বৈধ সন্তান না হওয়ার কারণে ঐরূপ কোন অধিকার ধারণ বা অর্জন করিতে অসমর্থ হইত।

বিবাহবিচ্ছেদ।

২৭। (১) এই আইনের বিধানসমূহ ও তদনুযায়ী প্রণীত নিয়মাবলীর অধীনে, বিবাহবিচ্ছেদের জন্য দরখাস্ত জিলা আদালতের নিকট স্বামী বা স্ত্রী যেকোন একজন কর্তৃক এই হেতুতে দাখিল করা যাইবে যে প্রতিবাদী—

(ক) বিবাহ অনুষ্ঠিত হইবার পরে তাহার পতি বা পত্নী ভিন্ন অন্য কোন ব্যক্তির সহিত স্বেচ্ছায় যৌন সহবাস করিয়াছে ; অথবা

(খ) দরখাস্ত দাখিল করিবার অব্যবহিত পূর্ববর্তী অন্ততঃ দুই বৎসরের অবিচ্ছিন্ন কাল ধরিয়া দরখাস্তকারীকে পরিত্যাগ করিয়াছে ; অথবা

১৮৬০-এর ৪৫। (গ) ভারতীয় দণ্ড সংহিতায় যথা-সংজ্ঞার্থ নিরূপিত কোন অপরাধের জন্য সাত বৎসর বা তদূর্ধ্ব কালের জন্য কারাবাস দণ্ড ভোগ করিতেছে ; অথবা

(ঘ) বিবাহ অনুষ্ঠিত হওয়ার পরে দরখাস্তকারীর সহিত নিষ্ঠুর আচরণ করিয়াছে ; অথবা

(ঙ) অচিকিৎস্যরূপে অসুস্থমতি রহিয়াছে অথবা অবিরাম বা সবিরাম এরূপ প্রকারের ও এরূপ পর্যায়ের মানসিক বিকারে ভুগিতেছে যে ইহা যুক্তিসঙ্গতভাবে আশা করা যায় না যে দরখাস্তকারী প্রতিবাদীর সহিত বাস করে।

ব্যাখ্যা।—এই প্রকরণে,

(ক) "মানসিক বিকার" কথাটি বলিতে মানসিক অসুস্থতা, মনের অবরুদ্ধ বা অপূর্ণ বিকাশ, মনোবিকৃতি অথবা মনের অন্যবিধ কোন বিকার বা অক্ষমতা বুঝাইবে ও উহা বিখণ্ডিত মনস্কতা অন্তর্ভুক্ত করিবে ;

(খ) "বিখণ্ডিত মনস্কতা" কথাটি বলিতে মনের এরূপ কোন দীর্ঘস্থায়ী বিকার বা অক্ষমতা (বুদ্ধির অস্বাভাবিকতা উহার অন্তর্ভুক্ত হউক বা না হউক) বুঝাইবে যাহার ফলে প্রতিবাদীর আচরণ অস্বাভাবিকরূপে আক্রামক বা দায়িত্বজ্ঞানহীন হইয়া পড়ে, এবং উহার চিকিৎসা আবশ্যক হউক বা না হউক অথবা উহা চিকিৎসা গ্রহণে সক্ষম হউক বা না হউক ; অথবা

(চ) সংক্রামক প্রকারের যৌন ব্যাধিতে ভুগিতেছে ; অথবা

(ছ) কুষ্ঠরোগে ভুগিতেছে, যে রোগ দরখাস্তকারীর নিকট হইতে উপগত হয় নাই ; অথবা

(জ) জীবিত আছে বলিয়া সেই ব্যক্তিগণ সাত বৎসর বা ততোধিক কাল ধরিয়া সমাচার পায় নাই, যাহারা প্রতিবাদী জীবিত থাকিলে স্বভাবতঃই প্রতিবাদীর সমাচার পাইত ;

ব্যাখ্যা।—এই উপধারায় "পরিত্যজন" কথাটি দরখাস্তকারীকে বিবাহের অন্য পক্ষ কর্তৃক যুক্তিসঙ্গত কারণ ব্যতিরেকে অথবা

পক্ষের সম্মতি ব্যতিরেকে বা ইচ্ছার বিরুদ্ধে পরিত্যজন বুঝাইবে এবং বিবাহের অন্য পক্ষ কর্তৃক দরখাস্তকারীর প্রতি ইচ্ছাকৃত অবহেলা উহার অন্তর্ভুক্ত হইবে এবং উহার ব্যাকরণগত রূপান্তরের ও সমোদ্ভব শব্দসমূহের তদনুসারে অর্থ করা হইবে।

(১ক) কোন স্ত্রীও জিলা আদালতের নিকট এই হেতুতে বিবাহবিচ্ছেদের দরখাস্ত দাখিল করিতে পারিবে যে,—

(i) তাহার স্বামী, বিবাহ অনুষ্ঠিত হওয়ার পরে বলাৎকার, পুংমৈথুন বা পশুমৈথুনের জন্য দোষী হইয়াছে ;

(ii) হিন্দু দত্তক গ্রহণ ও ভরণপোষণ আইন, ১৯৫৬-র ১৮ ধারা অনুযায়ী কোন মোকদ্দমায় অথবা ফৌজদারী প্রক্রিয়া সংহিতা, ১৯৭৩-এর ১২৫ ধারা অনুযায়ী (অথবা ফৌজদারী প্রক্রিয়া সংহিতা, ১৮৯৮-এর তৎস্থানী ৪৮৮ ধারা অনুযায়ী) কোন কার্যবাহে স্ত্রীকে, সে পৃথকভাবে বাস করিতেছিল এতৎসত্ত্বেও, ভরণ-পোষণ প্রদান করিয়া কোন ডিক্রী বা, স্থলবিশেষে, আদেশ স্বামীর বিরুদ্ধে জারি করা হইয়াছে এবং ঐরূপ ডিক্রী বা আদেশ জারিকরণ হইতে এক বৎসর বা তদূর্ধ্ব কাল যাবৎ পক্ষগণের মধ্যে সহবাস পুনরারব্ধ হয় নাই।

১৯৫৬-র ৭৮।
১৯৭৪-এর ২।
১৮৯৮ এর ৫।

(২) এই আইনের বিধানসমূহ ও তদনুযায়ী প্রণীত নিয়মাবলীর অধীনে, কোন বিবাহের যেকোন পক্ষ, ঐ বিবাহ বিশেষ বিবাহ (সংশোধন) আইন, ১৯৭০-এর প্রারম্ভের পূর্বে বা পরে যখনই অনুষ্ঠিত হইয়া থাকুক, জিলা আদালতের নিকট বিবাহ বিচ্ছেদের জন্য দরখাস্ত এই হেতুতে দাখিল করিতে পারিবে যে—

(i) ঐ বিবাহের পক্ষগণ যে কার্যবাহে পক্ষ ছিল তাহাতে বিচারক পৃথক্‌করণের ডিক্রী প্রদত্ত হইবার পর এক বৎসর বা ততোধিক কাল ধরিয়া তাহাদের মধ্যে সহবাসের পুনরারম্ভ হয় নাই ; অথবা

(ii) ঐ বিবাহের পক্ষগণ যে কার্যবাহে পক্ষ ছিল তাহাতে দাম্পত্যাধিকার পুনঃস্থাপনের ডিক্রী প্রদত্ত হইবার পর এক বৎসর বা ততোধিক কাল ধরিয়া তাহাদের মধ্যে দাম্পত্যাধিকার পুনঃস্থাপন হয় নাই।

বিবাহ বিচ্ছেদের কার্যবাহে বিকল্প প্রতিকার ব্যবস্থা।

২৭ক। এই আইন অনুযায়ী কোনও কার্যবাহে, বিবাহ-বিচ্ছেদের ডিক্রী দ্বারা বিবাহ ভঙ্গের জন্য দরখাস্ত করা হইলে, যে পর্যন্ত ঐ দরখাস্ত ২৭ ধারার (১) উপধারার (জ) প্রকরণে বর্ণিত হেতু ভিত্তিক হয় তদ্ব্যতীত, আদালত যদি ক্ষেত্রগত পরিস্থিতিসমূহের

প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া বিবেচনা করেন যে এরূপ করা ন্যায়সঙ্গত, তাহা হইলে, আদালত বিবাহবিচ্ছেদের ডিক্রীর পরিবর্তে বিচারিক পৃথক্‌করণের ডিক্রী প্রদান করিতে পারিবেন।

পারস্পরিক সম্মতি দ্বারা বিবাহবিচ্ছেদ।

২৮। (১) এই আইনের বিধানসমূহ ও তদনুযায়ী প্রণীত নিয়মাবলীর অধীনে, বিবাহবিচ্ছেদের জন্য কোন দরখাস্ত উভয় পক্ষ দ্বারা একত্রে জিলা আদালতের নিকট এই হেতুতে দাখিল করা যাইবে যে, উহারা এক বৎসর বা তদধিক কাল ধরিয়া পৃথক্‌ভাবে বাস করিতেছে, উহারা একত্রে বাস করিতে সমর্থ হয় নাই এবং ঐ বিবাহ ভঙ্গ করা উচিত বলিয়া উহারা পরস্পর সম্মত হইয়াছে।

(২) (১) উপধারায় উল্লিখিত দরখাস্ত দাখিল করিবার তারিখের পর ছয় মাসের পূর্বে নহে এবং উক্ত তারিখের পরে আঠার মাসের পরে নহে, এরূপ সময়ের মধ্যে কৃত উভয় পক্ষের সমাবেদনে, ইতোমধ্যে ঐ দরখাস্ত প্রত্যাহৃত না হইয়া থাকিলে, পক্ষগণের বক্তব্য শুনিয়া ও যেরূপ উপযুক্ত মনে করেন সেরূপ অনুসন্ধান করিয়া যদি জিলা আদালতের প্রতীতি হয় যে এই আইন অনুযায়ী বিবাহ অনুষ্ঠিত হইয়াছে এবং দরখাস্তের প্রকথনসমূহ সত্য, তাহা হইলে, ঐ আদালত বিবাহটি ভঙ্গ হইয়াছে ঘোষণা করিয়া ডিক্রী, ডিক্রীর তারিখ হইতে কার্যকারিতাসহ, প্রদান করিবেন।

বিবাহের পরবর্তী প্রথম এক বৎসরের মধ্যে বিবাহ-বিচ্ছেদের জন্য দরখাস্ত সম্পর্কে বাধানিষেধ।

২৯। (১) জিলা আদালতের নিকট বিবাহবিচ্ছেদের জন্য কোনও দরখাস্ত দাখিল করা চলিবে না, যদি না দরখাস্ত দাখিল করিবার তারিখে বিবাহ শংসাপত্র বহিতে বিবাহের শংসাপত্র প্রবেশিত করিবার তারিখ হইতে এক বৎসর অতিবাহিত হইয়া থাকে :

তবে, জিলা আদালত, ঐ আদালতের নিকট আবেদন করা হইলে, এক বৎসর অতিক্রান্ত হইয়া যাইবার পূর্বে কোন দরখাস্ত এই হেতুতে দাখিল করিবার অনুমতি দিতে পারেন যে মামলাটি দরখাস্তকারী যে অসাধারণ কষ্ট ভোগ করিয়াছে তৎসংক্রান্ত অথবা প্রতিবাদীর অসাধারণ দুশ্চরিত্রতা সংক্রান্ত, কিন্তু দরখাস্ত শুনানীর সময়ে জিলা আদালতের নিকট যদি ইহা প্রতীয়মান হয় যে দরখাস্তকারী কোন মিথ্যা বর্ণনার, বা মামলাটির প্রকৃতি সম্বন্ধে কোন প্রচ্ছন্নতার, দ্বারা দরখাস্ত দাখিল করিবার অনুমতি লাভ করিয়াছিল, তাহা হইলে, জিলা আদালত, যদি ডিক্রী প্রদান করেন, এরূপ শর্ত সাপেক্ষে উহা প্রদান করিতে পারেন যে বিবাহের তারিখ হইতে এক বৎসর অবসিত না হওয়া পর্যন্ত ঐ

ডিক্রীর কার্যকারিতা থাকিবে না, অথবা ঐ দরখাস্ত খারিজ করিতে পারেন, কিন্তু এরূপ কোন দরখাস্তে প্রতিকূলতা না করিয়া, যাহা ঐরূপে খারিজকৃত দরখাস্তের সমর্থনে যে তথ্যসমূহ অভিকথিত সেই একই বা সারতঃ একই তথ্যসমূহের ভিত্তিতে উক্ত এক বৎসর অবসানের পর আনীত হইতে পারে।

(২) বিবাহের তারিখ হইতে এক বৎসর অবসিত হইবার পূর্বে বিবাহবিচ্ছেদের জন্য দরখাস্ত দাখিলের অনুমতির জন্য এই ধারা অনুযায়ী কোনও আবেদনের নিষ্পত্তি করিতে জিলা আদালত ঐ বিবাহের কোন সন্তানের স্বার্থের প্রতি এবং উক্ত এক বৎসর অবসিত হইবার পূর্বে পক্ষদ্বয়ের মধ্যে পুনর্মিলনের যুক্তিসঙ্গত সম্ভাব্যতা আছে কিনা সেই প্রশ্নের প্রতি লক্ষ্য রাখিবেন।

৩০। যখন বিবাহবিচ্ছেদের ডিক্রী দ্বারা কোন বিবাহ ভঙ্গ করা হইয়াছে এবং হয় ঐ ডিক্রীর বিরুদ্ধে কোন আপীলের অধিকার নাই অথবা ঐরূপ আপীলের অধিকার থাকিলে, আপীল দাখিল করা ছাড়াই আপীল করিবার সময় অবসিত হইয়া গিয়াছে, অথবা আপীল দাখিল করা হইয়াছে কিন্তু তাহা খারিজ হইয়া গিয়াছে, তখন বিবাহের যেকোন পক্ষ পুনরায় বিবাহ করিতে পারিবে। বিচ্ছিন্ন-বিবাহ ব্যক্তিগণের পুনর্বিবাহ।

অধ্যায় ৭

ক্ষেত্রাধিকার ও প্রক্রিয়া

৩১। (১) অধ্যায় ৫ বা অধ্যায় ৬ অনুযায়ী কৃত প্রত্যেক দরখাস্ত সেই জিলা আদালতের নিকট দাখিল করিতে হইবে যাহার আদিম দেওয়ানী ক্ষেত্রাধিকারের স্থানীয় সীমার মধ্যে— যে আদালতের নিকট দরখাস্ত করিতে হইবে।

(i) বিবাহ অনুষ্ঠিত হইয়াছিল; অথবা

(ii) প্রতিবাদী, দরখাস্ত দাখিল করিবার সময়ে, বসবাস করে; অথবা

(iii) বিবাহের পক্ষগণ সর্বশেষে একত্রে বসবাস করিয়াছিল; অথবা

(iv) দরখাস্তকারী দরখাস্ত দাখিল করিবার সময়ে বসবাস করিতেছে, ইহা এরূপ কোন মামলায় যেখানে প্রতিবাদী সেই সময়ে এই আইন যে রাজ্যক্ষেত্রসমূহে প্রসারিত সেই রাজ্যক্ষেত্রসমূহের বাহিরে বসবাস করিতেছে অথবা সে জীবিত আছে কিনা তাহা সাত

বৎসর কালাবধি, যাহারা সে জীবিত থাকিলে স্বাভাবিকতঃ শুনিত, তাহারা শুনে নাই।

(২) (১) উপধারা অনুযায়ী আদালত কর্তৃক প্রযোজ্য কোন ক্ষেত্রাধিকারের প্রতিকূলতা না করিয়া, জিলা আদালত, যে রাজ্যক্ষেত্রসমূহে এই আইন প্রসারিত সেই রাজ্যক্ষেত্রসমূহে অধিবাসী কোন স্ত্রী কর্তৃক বিবাহের অকৃততার জন্য অথবা বিবাহবিচ্ছেদের জন্য কৃত কোন দরখাস্ত এই উপধারাবলে গ্রহণ করিতে পারেন, যদি সে উক্ত রাজ্যক্ষেত্রসমূহে বসবাসকারী হয় এবং দরখাস্ত দাখিলের অব্যবহিত পূর্ববর্তী তিন বৎসর কাল ধরিয়া তথায় সাধারণতঃ বসবাসকারী থাকে এবং স্বামী উক্ত রাজ্যক্ষেত্রসমূহে বসবাসকারী না হয়।

দরখাস্তের অন্তর্বস্তু ও উহার সত্যাখ্যান।

৩২। (১) অধ্যায় ৫ বা অধ্যায় ৬ অনুযায়ী কৃত প্রত্যেক দরখাস্ত, মামলাটির প্রকৃতি যত স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করিতে দেয় তত স্পষ্টভাবে, যে তথ্যসমূহের উপর প্রতিকারের দাবি প্রতিষ্ঠিত সেই তথ্যসমূহ ব্যক্ত করিবে এবং ইহাও ব্যক্ত করিবে যে দরখাস্তকারী এবং বিবাহের অপর পক্ষের মধ্যে কোন যোগসাজশ নাই।

(২) এরূপ প্রত্যেক দরখাস্তের অন্তর্ভুক্ত বিবৃতিসমূহ আরজি সত্যাখ্যানের জন্য বিধি দ্বারা অনুজ্ঞাত প্রণালীতে দরখাস্তকারী বা অন্য কোন ক্ষমতাপন্ন ব্যক্তি কর্তৃক সত্যাখ্যাত হইবে, এবং শুনানীর সময়ে সাক্ষ্যরূপে ঐগুলির উল্লেখ করা যাইবে।

কার্যবাহসমূহ রুদ্ধকক্ষে হইতে পারিবে এবং মুদ্রিত বা প্রকাশিত হইতে পারিবে না।

৩৩। (১) এই আইন অনুযায়ী প্রত্যেক কার্যবাহ রুদ্ধকক্ষে পরিচালিত হইবে এবং কোনও ব্যক্তির পক্ষে এরূপ কোন কার্যবাহ সম্বন্ধে কোনও বিষয় মুদ্রিত বা প্রকাশিত করা বিধিসম্মত হইবে না, কিন্তু তাহা কোন হাইকোর্টের বা সুপ্রীম কোর্টের সেরূপ কোন রায় ব্যতীত, যাহা ঐ আদালতের পূর্ব অনুমতি লইয়া মুদ্রিত বা প্রকাশিত হইয়া থাকিতে পারে।

(২) যদি কোন ব্যক্তি (১) উপধারার অন্তর্গত বিধানসমূহ উল্লঙ্ঘন করিয়া কোন বিষয় মুদ্রিত বা প্রকাশিত করে, তাহা হইলে, সে এক হাজার টাকা পর্যন্ত প্রসারিত করা যাইবে এরূপ জরিমানায় দণ্ডনীয় হইবে।

ডিক্রী প্রদানে আদালতের কর্তব্য।

৩৪। (১) অধ্যায় ৫ বা অধ্যায় ৬ অনুযায়ী কোনও কার্যবাহে, তাহা প্রতিরক্ষিত হউক বা না হউক, আদালতের যদি প্রতীতি হয় যে,—

(ক) প্রতিকার মঞ্জুর করিবার হেতুসমূহের কোনটি বিদ্যমান আছে; এবং

(খ) যেক্ষেত্রে ২৭ ধারার (১) উপধারার (ক) প্রকরণে বিনির্দিষ্ট হেতুর উপর দরখাস্তটি প্রতিষ্ঠিত সেক্ষেত্রে দরখাস্তকারী তথায় উল্লিখিত যৌন সহবাস কার্যে কোনও প্রকারে সহযোগী হয় নাই বা যৌন-সম্মতি দেয় নাই বা উহা প্রমার্জনা করে নাই, অথবা দরখাস্তের হেতু যেক্ষেত্রে নিষ্ঠুরতা, সেক্ষেত্রে দরখাস্তকারী কোনও প্রকারে সেই নিষ্ঠুরতা প্রমার্জনা করে নাই ; এবং

(গ) যেক্ষেত্রে বিবাহবিচ্ছেদ পারস্পরিক সম্মতির ভিত্তিতে চাওয়া হয়, সেক্ষেত্রে ঐ সম্মতি বল, প্রতারণা বা অযথা প্রভাব দ্বারা লব্ধ হয় নাই ; এবং

(ঘ) দরখাস্তটি প্রতিবাদীর সহিত যোগসাজশে দাখিলীকৃত বা অভিশংসিত নহে ; এবং

(ঙ) কার্যবাহটি রুজু করিতে কোন অনাবশ্যক বা অনুচিত বিলম্ব করা হয় নাই ; এবং

(চ) প্রতিকার কেন মঞ্জুর করা হইবে না তাহার অন্য কোন বৈধ হেতু নাই ;

তাহা হইলে, এবং সেরূপ কোন ক্ষেত্রে, কিন্তু অন্যথা নহে, আদালত তদনুসারে ঐরূপ প্রতিকার ডিক্রী করিবেন।

(২) এই আইন অনুযায়ী কোন প্রতিকার মঞ্জুর করিতে যাইবার পূর্বে, যেখানে মামলাটির প্রকৃতি ও অবস্থাসমূহের সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া এরূপ করা সম্ভব সেখানে প্রত্যেক ক্ষেত্রে, পক্ষদ্বয়ের মধ্যে পুনর্মিলন ঘটাইবার পূর্ণ প্রয়াস করাই আদালতের প্রথম কর্তব্য হইবে :

তবে, এই উপধারার অন্তর্গত কোন কিছুই এরূপ কোন কার্যবাহে প্রযুক্ত হইবে না যাহাতে ২৭ ধারার (১) উপধারার (গ) প্রকরণ, (ঙ) প্রকরণ, (চ) প্রকরণ, (ছ) প্রকরণ ও (জ) প্রকরণে বিনির্দিষ্ট হেতুসমূহের মধ্যে কোনও হেতুতে প্রতিকার চাওয়া হইয়াছে।

(৩) ঐরূপ পুনর্মিলন ঘটাইতে আদালতকে সহায়তা করিবার উদ্দেশ্যে আদালত, যদি পক্ষগণ সেরূপ চাহে অথবা যদি আদালত সেরূপ করা ন্যায়সঙ্গত ও উচিত মনে করেন, তাহা হইলে, ঐ কার্যবাহ পনর দিনের অনধিক কোন যুক্তিসঙ্গত সময়সীমার জন্য স্থগিত করিতে পারিবেন এবং বিষয়টি পক্ষগণ কর্তৃক এতৎপক্ষে নামিত কোন ব্যক্তির নিকট অথবা পক্ষগণ কোন ব্যক্তির নাম না দিতে পারিলে আদালত কর্তৃক মনোনীত কোন ব্যক্তির নিকট এই

নির্দেশ দিয়া প্রেষণ করিতে পারিবেন যে পুনর্মিলন ঘটানো সম্ভব কিনা ও হইয়াছে কিনা সে সম্পর্কে আদালতের নিকট প্রতিবেদন পেশ করিতে হইবে এবং আদালত ঐ কার্যবাহের নিষ্পত্তি করিবার সময়ে ঐ প্রতিবেদনের প্রতি যথাযথ লক্ষ্য রাখিবেন।

(৪) এরূপ প্রত্যেক মামলায়, যেখানে কোন বিবাহ বিবাহ-বিচ্ছেদের ডিক্রী দ্বারা ভঙ্গ হয় সেখানে, ডিক্রী প্রদানকারী আদালত উহার প্রতিলিপি প্রত্যেক পক্ষকে বিনামূল্যে দিবেন।

বিবাহবিচ্ছেদের ও অন্য প্রকারের কার্যবাহে প্রতিবাদীর জন্য প্রতিকার।

৩৫। বিবাহবিচ্ছেদের বা বিচারিক পৃথক্‌করণের বা দাম্পত্যাধিকার পুনঃস্থাপনের জন্য কোনও কার্যবাহে প্রতিবাদী, দরখাস্তকারীর ব্যভিচার, নিষ্ঠুরতা বা পরিত্যজনের হেতুতে, কেবল যে প্রার্থিত প্রতিকারের বিরুদ্ধতা করিতে পারিবে তাহাই নহে, ঐ হেতুতে, এই আইন অনুযায়ী কোনও প্রতিকারের জন্য প্রতিদাবিও করিতে পারিবে, এবং যদি দরখাস্তকারীর ব্যভিচার, নিষ্ঠুরতা বা পরিত্যজন প্রমাণিত হয়, তাহা হইলে, আদালত প্রতিবাদীকে এই আইন অনুযায়ী এরূপ যেকোন প্রতিকার প্রদান করিতে পারিবেন যাহা সে ঐরূপ হেতুতে প্রতিকার চাহিয়া কোন দরখাস্ত পেশ করিয়া থাকিলে পাইবার অধিকারী হইত।

মামলা চলা কালে দারপোষ।

৩৬। যেক্ষেত্রে অধ্যায় ৫ বা অধ্যায় ৬ অনুযায়ী কোন কার্যবাহে জিলা আদালতের নিকট এরূপ প্রতীয়মান হয় যে স্ত্রীর নিজের অবলম্বনের ও কার্যবাহের প্রয়োজনীয় ব্যয়সমূহের জন্য পর্যাপ্ত কোন স্বাধীন আয় নাই, সেক্ষেত্রে আদালত, স্ত্রীর আবেদনক্রমে, তাহাকে কার্যবাহের ব্যয়সমূহ এবং, স্বামীর আয়ের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া যে অর্থ-পরিমাণ আদালতের নিকট যুক্তিসঙ্গত বলিয়া মনে হয়, কার্যবাহ চলিতে থাকা কালে সপ্তাহে সপ্তাহে বা মাসে মাসে সেই অর্থ-পরিমাণ প্রদান করিবার জন্য স্বামীকে আদেশ দিতে পারিবেন।

স্থায়ী দারপোষ ও ভরণপোষণ।

৩৭। (১) অধ্যায় ৫ বা অধ্যায় ৬ অনুযায়ী ক্ষেত্রাধিকার প্রয়োগকারী কোন আদালত কোন ডিক্রী প্রদান করিবার সময়ে বা ডিক্রীর পরবর্তী যে কোন সময়ে, তৎসমক্ষে এতদুদ্দেশ্যে কৃত আবেদনক্রমে, আদেশ দিতে পারেন যে স্ত্রীর ভরণপোষণ ও অবলম্বনের জন্য স্বামী, প্রয়োজন হইলে স্বামীর সম্পত্তি প্রভারিত করিয়া, এরূপ থোক অর্থ অথবা স্ত্রীর আয়ুষ্কালের অনূর্ধ্ব কালের জন্য এরূপ মাসিক বা সাময়িক অর্থ-প্রদান স্ত্রী যাহাতে পায় তাহা সুনিশ্চিত করিবে, যাহা আদালত, স্ত্রীর নিজস্ব কোন সম্পত্তি থাকিলে তাহা, তাহার স্বামীর সম্পত্তি ও সামর্থ্য এবং পক্ষগণের আচরণ অবধান করিয়া, ন্যায্য মনে করেন।

(২) যদি জিলা আদালতের প্রতীতি হয় যে (১) উপধারা অনুযায়ী তৎকর্তৃক কোন আদেশ প্রদত্ত হইবার পর কোন সময়ে পক্ষদ্বয়ের কাহারও অবস্থাসমূহের পরিবর্তন হইয়াছে, তাহা হইলে, আদালত, যেকোন পক্ষের উপরোধে, আদালতের নিকট যেরূপ ন্যায্য বলিয়া মনে হয় সেরূপ প্রণালীতে, ঐরূপ যেকোন আদেশ পরিবর্তিত, সংপরিবর্তিত বা নাকচ করিতে পারেন।

(৩) যদি জিলা আদালতের প্রতীতি হয় যে, যে স্ত্রীর অনুকূলে এই ধারা অনুযায়ী কোন আদেশ প্রদান করা হইয়াছে সে পুনর্বিবাহ করিয়াছে বা সতীত্বপূর্ণ জীবন যাপন করিতেছে না, তাহা হইলে, আদালত, স্বামীর উপরোধে, এবং আদালত যেরূপ ন্যায্য বলিয়া মনে করেন সেরূপ প্রণালীতে, ঐরূপ যেকোন আদেশ পরিবর্তিত, সংপরিবর্তিত বা নাকচ করিতে পারেন।

৩৮। অধ্যায় ৫ বা অধ্যায় ৬ অনুযায়ী যেকোন কার্যবাহে জিলা আদালত নাবালক সন্তানদের অভিরক্ষা, ভরণপোষণ ও শিক্ষা সম্পর্কে, যেখানেই সম্ভব সেখানেই তাহাদের ইচ্ছার সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া, সময়ে সময়ে, এরূপ অন্তর্বর্তিকালীন আদেশ প্রদান করিতে এবং ডিক্রীতে এরূপ বিধান করিতে পারেন যাহা আদালতের নিকট ন্যায্য ও উচিত বলিয়া মনে হইতে পারে, এবং ডিক্রীর পরে, এতদুদ্দেশ্যে দরখাস্ত দ্বারা আবেদন করা হইলে, ঐরূপ সন্তানদের অভিরক্ষা, ভরণপোষণ ও শিক্ষা সম্পর্কে, সময়ে সময়ে, এরূপ সকল আদেশ ও বিধান প্রদান, প্রতিসংহার, নিলম্বন বা পরিবর্তন করিতে পারেন, যেরূপ ঐ ডিক্রী পাইবার জন্য কার্যবাহ তখনও চলিতে থাকিলে ঐ ডিক্রী বা অন্তর্বর্তিকালীন আদেশ দ্বারা করা যাইতে পারিত। সন্তানদের অভিরক্ষা।

৩৯। (১) অধ্যায় ৫ বা অধ্যায় ৬ অনুযায়ী কোনও কার্যবাহে আদালত কর্তৃক প্রদত্ত সকল ডিক্রী, (৩) উপধারার বিধানসমূহের অধীনে, আদালতের স্বীয় আদিম দেওয়ানী ক্ষেত্রাধিকারের প্রয়োগে প্রদত্ত ডিক্রীসমূহের ন্যায় আপীলযোগ্য হইবে এবং ঐরূপ আপীল সেই আদালতে করিতে হইবে যে আদালতে এই আদালতের স্বীয় আদিম দেওয়ানী ক্ষেত্রাধিকারের প্রয়োগে প্রদত্ত সিদ্ধান্ত হইতে উদ্ভূত আপীল সাধারণতঃ করা হয়। ডিক্রী ও আদেশ হইতে উদ্ভূত আপীল।

(২) এই আইন অনুযায়ী কোনও কার্যবাহে আদালত কর্তৃক ৩৭ ধারা বা ৩৮ ধারা অনুযায়ী প্রদত্ত আদেশ, (৩) উপধারার বিধানসমূহের অধীনে, আপীলযোগ্য হইবে যদি তাহা অন্তর্বর্তিকালীন আদেশ না হয়, এবং ঐরূপ প্রত্যেক আপীল সেই আদালতে করিতে হইবে যে আদালতে এই আদালতের স্বীয় আদিম দেওয়ানী

ক্ষেত্রাধিকারের প্রয়োগে প্রদত্ত সিদ্ধান্ত হইতে উদ্ভূত আপীল সাধারণতঃ করা হয়।

(৩) কেবল খরচের বিষয়ে এই ধারা অনুযায়ী কোন আপীল করা চলিবে না।

(৪) এই ধারা অনুযায়ী প্রত্যেক আপীল ডিক্রী বা আদেশের তারিখ হইতে ত্রিশ দিন সময়সীমার মধ্যে করিতে হইবে।

ডিক্রী ও আদেশ বলবৎকরণ।

৩৯ক। অধ্যায় ৫ বা অধ্যায় ৬ অনুযায়ী কোনও কার্যবাহে আদালত কর্তৃক প্রদত্ত সকল ডিক্রী ও আদেশ সেইভাবেই বলবৎ করা হইবে যেভাবে আদালত কর্তৃক তৎকালে স্বীয় আদিম ক্ষেত্রাধিকারের প্রয়োগে প্রদত্ত ডিক্রী বা আদেশ বলবৎ করা হয়।

১৯০৮-এর ৫ আইনের প্রয়োগ।

৪০। এই আইনের অন্তর্গত অন্য বিধানসমূহের এবং উচ্চ আদালত এতৎপক্ষে যে নিয়মাবলী প্রণয়ন করিতে পারেন সেই নিয়মাবলীর অধীনে এই আইন অনুযায়ী সকল কার্যবাহ, যতদূর সম্ভব, দেওয়ানী প্রক্রিয়া সংহিতা, ১৯০৮ দ্বারা প্রনিয়ন্ত্রিত হইবে। ১৯০৮-এর ৫।

কোন কোন মামলায় দরখাস্ত স্থানান্তরিত করিবার ক্ষমতা।

৪০ক। (১) যেস্থলে—

(ক) এই আইন অনুযায়ী কোন দরখাস্ত ক্ষেত্রাধিকারসম্পন্ন জিলা আদালতের নিকট বিবাহের কোন পক্ষ কর্তৃক ২৩ ধারা অনুযায়ী বিচারিক পৃথক্‌করণের ডিক্রীর জন্য অথবা ২৭ ধারা অনুযায়ী বিবাহবিচ্ছেদের ডিক্রীর জন্য প্রার্থনা করিয়া পেশ করা হইয়াছে, এবং

(খ) তাহার পর এই আইন অনুযায়ী অন্য কোন দরখাস্ত বিবাহের অপর পক্ষ কর্তৃক কোনও হেতুতে ২৩ ধারা অনুযায়ী বিচারিক পৃথক্‌করণের ডিক্রীর জন্য অথবা ২৭ ধারা অনুযায়ী বিবাহবিচ্ছেদের ডিক্রীর জন্য প্রার্থনা করিয়া সেই একই জিলা আদালতে অথবা, সেই রাজ্যেরই বা কোন ভিন্ন রাজ্যের, কোন ভিন্ন আদালতে পেশ করা হইয়াছে,

সেস্থলে (২) উপধারায় যথা-বিনির্দিষ্ট প্রণালীতে দরখাস্তের নিষ্পত্তি করা হইবে।

(২) যে মামলায় (১) উপধারা প্রযুক্ত হয় সেই মামলায়,—

(ক) যদি দরখাস্ত দুইটি একই জিলা আদালতে পেশ করা হয়, তাহা হইলে, উভয় দরখাস্তেরই বিচার ও শুনানী ঐ জিলা আদালত কর্তৃক যুগপৎ সম্পাদিত হইবে;

(খ) যদি দরখাস্ত দুইটি ভিন্ন ভিন্ন জিলা আদালতে পেশ করা হয়, তাহা হইলে, যে দরখাস্তটি পরে পেশ করা

হইয়াছে তাহা সেই জিলা আদালতে স্থানান্তরিত করা হইবে যে জিলা আদালতে পূর্ববর্তী দরখাস্তটি পেশ করা হইয়াছিল, এবং উভয় দরখাস্তেরই শুনানী ও নিষ্পত্তি সেই জিলা আদালত কর্তৃক সম্পাদিত হইবে যে জিলা আদালতে পূর্ববর্তী দরখাস্তটি পেশ করা হইয়াছিল।

(৩) যে মামলায় (২) উপধারার (খ) প্রকরণ প্রযুক্ত হয় সেই মামলায়, পরবর্তী দরখাস্তটি যে জিলা আদালতে পেশ করা হইয়াছে সেই জিলা আদালত হইতে, যে জিলা আদালতে পূর্ববর্তী দরখাস্তটি বিবেচনাধীন আছে, সেই জিলা আদালতে, কোন মোকদ্দমা বা কার্যবাহ স্থানান্তরিত করিতে দেওয়ানী প্রক্রিয়া সংহিতা, ১৯০৮ অনুযায়ী ক্ষমতাপন্ন আদালত বা, স্থলবিশেষে, সরকার ঐরূপ পরবর্তী দরখাস্ত স্থানান্তরিত করণার্থ স্বীয় ক্ষমতাসমূহ এইভাবে প্রয়োগ করিবেন যেন উক্ত সংহিতা অনুযায়ী ঐরূপ করিতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত হইয়াছেন। ১৯০৮-এর ৫।

এই আইন অনুযায়ী দরখাস্তসমূহের বিচার ও নিষ্পত্তি সংক্রান্ত বিশেষ বিধান।

৪০খ। (১) এই আইন অনুযায়ী কোন দরখাস্তের বিচার, ঐ বিচার সম্পর্কে ন্যায়বিচারের স্বার্থের সহিত যথাসাধ্য সঙ্গতি রক্ষা করিয়া, উহার পরিসমাপ্তি পর্যন্ত দিনের পর দিন চালিত হইবে, যদি না আদালত পরবর্তী দিনের অধিক পর্যন্ত উহা স্থগিত রাখা এরূপ কারণে প্রয়োজনীয় মনে করেন যাহা অভিলেখবদ্ধ করা হইবে।

(২) এই আইন অনুযায়ী প্রত্যেক দরখাস্ত যথাসম্ভব শীঘ্রতাপূর্বক বিচার করা হইবে এবং প্রতিবাদীর উপর ঐ দরখাস্তের নোটিস জারী হইবার তারিখ হইতে ছয় মাসের মধ্যে বিচার পরিসমাপ্ত করিবার জন্য প্রয়াস করা হইবে।

(৩) এই আইন অনুযায়ী প্রত্যেক আপীলের শুনানী যথাসম্ভব শীঘ্রতাপূর্বক গৃহীত হইবে এবং প্রতিবাদীর উপর ঐ আপীলের নোটিস জারী হইবার তারিখ হইতে তিন মাসের মধ্যে শুনানী পরিসমাপ্ত করিবার জন্য প্রয়াস করা হইবে।

লেখ্যমূলক সাক্ষ্য।

৪০গ। কোনও অধিনিয়মে বিরুদ্ধার্থক কোন কিছু থাকা সত্ত্বেও, কোনও লেখ্য এই আইন অনুযায়ী কোন দরখাস্তের বিচারকালে কোন কার্যবাহে কেবল এই হেতুতে সাক্ষ্যে অগ্রাহ্য হইবে না যে উহা যথাযথভাবে স্ট্যাম্পযুক্ত বা রেজিস্ট্রিকৃত হয় নাই।

প্রক্রিয়া প্রনিয়ন্ত্রিত করিতে উচ্চ আদালতের নিয়মাবলী প্রণয়ন করিবার ক্ষমতা।

৪১। (১) উচ্চ আদালত, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই আইনের ও দেওয়ানী প্রক্রিয়া সংহিতা, ১৯০৮-এর অন্তর্গত বিধানসমূহের সহিত সমঞ্জস এরূপ নিয়মাবলী প্রণয়ন করিতে পারেন, যাহা ঐ আদালত, অধ্যায় ৫, ৬ ও ৭-এর বিধানসমূহ কার্যে পরিণত করিবার উদ্দেশ্যে সঙ্গত বিবেচনা করেন।

(২) বিশেষতঃ, এবং পূর্বগামী বিধানের ব্যাপকতা ক্ষুণ্ণ না করিয়া, ঐরূপ নিয়মাবলী ব্যবস্থা করিবে—

(ক) ব্যভিচারের হেতুতে বিবাহবিচ্ছেদের জন্য কোন দরখাস্তে দরখাস্তকারী কর্তৃক ব্যভিচারীকে সহ-প্রতিবাদী করিয়া তাহার বিরুদ্ধে মামলা চালানো সম্বন্ধে, এবং যে যে অবস্থায় দরখাস্তকারীকে ঐরূপে মামলা চালানো হইতে অব্যাহতি দেওয়া যাইতে পারে তৎসম্বন্ধে ;

(খ) ঐরূপ কোন সহ-প্রতিবাদীর বিরুদ্ধে ক্ষতিপূরণের বিনির্ণয় সম্বন্ধে ;

(গ) অধ্যায় ৫ বা অধ্যায় ৬ অনুযায়ী কোন কার্যবাহে, এরূপ কোন ব্যক্তির হস্তক্ষেপ সম্বন্ধে, যে ইতঃপূর্বে উহাতে কোন পক্ষ হয় নাই ;

(ঘ) বিবাহের অকৃততার জন্য বা বিবাহবিচ্ছেদের জন্য দরখাস্তসমূহের ফরম ও অন্তর্বস্তু সম্বন্ধে এবং ঐরূপ দরখাস্তের পক্ষগণ কর্তৃক কৃত খরচাসমূহ প্রদান করা সম্বন্ধে ; এবং

(ঙ) অন্য যেকোন বিষয় সম্বন্ধে, যাহার জন্য এই আইনে কোন বিধান বা কোন পর্যাপ্ত বিধান করা হয় নাই, এবং যাহার জন্য ভারতীয় বিবাহবিচ্ছেদ আইন, ১৮৬৯-এ বিধান করা আছে। ১৮৬৯-এর ৪।

অধ্যায় ৮

বিবিধ

ব্যাবৃত্তি।

৪২। এই আইনের অন্তর্ভুক্ত কোন কিছুই ইহার বিধানসমূহ অনুযায়ী অনুষ্ঠিত হয় নাই এরূপ কোনও বিবাহের সিদ্ধতা প্রভাবিত করিবে না ; এবং এই আইন বিবাহ সম্পন্ন করিবার কোনও পদ্ধতির সিদ্ধতা প্রত্যক্ষভাবে বা পরোক্ষভাবে প্রভাবিত করে বলিয়াও গণ্য হইবে না।

৪৩। অধ্যায় ৩-এ যেরূপ অন্যথা ব্যবস্থিত আছে সেরূপে ভিন্ন, প্রত্যেক ব্যক্তি যে, তৎকালে বিবাহিত হইয়াও, এই আইন অনুযায়ী তাহার নিজের একটি বিবাহ অনুষ্ঠিত করাইয়া লয়, সে ভারতীয় দণ্ড সংহিতার ৪৯৪ ধারা বা, স্থলবিশেষে, ৪৯৫ ধারা অনুযায়ী অপরাধ করিয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে, এবং ঐরূপে অনুষ্ঠিত বিবাহ বাতিল হইবে। বিবাহিত ব্যক্তির এই আইন অনুযায়ী পুনরায় বিবাহ করায় শাস্তি। ১৮৬০-এর ৪৫।

৪৪। এরূপ প্রত্যেক ব্যক্তি যাহার বিবাহ এই আইন অনুযায়ী অনুষ্ঠিত হইয়াছে এবং যে তাহার স্ত্রী বা স্বামীর জীবিতকালে অন্য কোন বিবাহ সম্পন্ন করে, সে এক স্বামী বা স্ত্রীর জীবিতকালে পুনরায় বিবাহ করার অপরাধের জন্য ভারতীয় দণ্ড সংহিতার ৪৯৪ ধারা এবং ৪৯৫ ধারায় ব্যবস্থিত শাস্তিসমূহের অধীন হইবে এবং ঐরূপে সম্পন্ন বিবাহ বাতিল হইবে। দ্বিবিবাহের জন্য দণ্ড।

৪৫। এরূপ প্রত্যেক ব্যক্তি যে এই আইন দ্বারা বা অনুযায়ী অনুজ্ঞাত কোন ঘোষণা বা শংসাপত্র প্রস্তুত, স্বাক্ষরিত বা প্রত্যায়িত করে, যাহার মধ্যে এমন বিবৃতি আছে যাহা মিথ্যা এবং যাহা সে মিথ্যা বলিয়া জানে কিংবা বিশ্বাস করে অথবা সত্য বলিয়া বিশ্বাস করে না, সে ভারতীয় দণ্ড সংহিতার ১৯৯ ধারায় বর্ণিত অপরাধে দোষী হইবে। মিথ্যা ঘোষণা বা শংসাপত্র স্বাক্ষরিত করার জন্য শাস্তি।

৪৬। কোন বিবাহ আধিকারিক, যে এই আইন অনুযায়ী কোন বিবাহ, বিবাহ আধিকারিকের অন্যায় কার্যের জন্য শাস্তি।

(১) ৫ ধারা দ্বারা যথা-অনুজ্ঞাত কোন নোটিস ঐ বিবাহ সম্পর্কে প্রকাশিত না করিয়া, অথবা

(২) ঐ বিবাহের নোটিস প্রকাশিত হওয়ার ত্রিশ দিনের মধ্যে, অথবা

(৩) এই আইনের অন্তর্গত অন্য যে কোন বিধানের উল্লঙ্ঘনে,

জ্ঞাতসারে ও ইচ্ছাকৃতভাবে অনুষ্ঠিত করিবে, সে এক বৎসর পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ মেয়াদের বিনাশ্রম কারাবাসে অথবা পাঁচ শত টাকা পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ জরিমানায় অথবা উভয়থা দণ্ডনীয় হইবে।

৪৭। (১) এই আইন অনুযায়ী রক্ষিত বিবাহ শংসাপত্র বহি সকল যুক্তিসঙ্গত সময়ে পরিদর্শনের জন্য অবারিত থাকিবে এবং তাহা তদন্তর্গত বিবৃতিসমূহের সাক্ষ্যরূপে গ্রহণীয় হইবে। বিবাহ শংসাপত্র বহি পরিবদর্শনের জন্য অবারিত থাকিবে।

(২) বিবাহ আধিকারিক, আবেদন করা হইলে, বিবাহ শংসাপত্র বহি হইতে শংসিত উদ্ধৃতি আবেদনকারীকে, বিহিত ফী তৎকর্তৃক প্রদত্ত হইলে, দিবেন।

বিবাহ সম্পর্কিত প্রবিষ্টিসমূহের প্রতিলিপি প্রেরণ।

৪৮। কোন রাজ্যের প্রত্যেক বিবাহ আধিকারিক, যেরূপ কাল-ব্যবধান ও যেরূপ ফরম বিহিত হইতে পারে সেরূপ কাল-ব্যবধানে ও সেরূপ ফরমে, ঐ রাজ্যের জন্ম-মৃত্যু-বিবাহের রেজিস্ট্রার-জেনারেলের নিকট ঐরূপ সর্বশেষ কাল-ব্যবধানের পরে বিবাহ শংসাপত্র বহিতে তৎকর্তৃক কৃত সকল প্রবিষ্টির একটি শুদ্ধ প্রতিলিপি প্রেরণ করিবেন এবং এই আইন যে রাজ্য-ক্ষেত্রসমূহে প্রসারিত তদ্‌বহির্ভূত বিবাহ আধিকারিকগণের ক্ষেত্রে, ঐ শুদ্ধ প্রতিলিপি কেন্দ্রীয় সরকার এতৎপক্ষে যেরূপ বিনির্দিষ্ট করেন সেরূপ প্রাধিকারীর নিকট প্রেরিত হইবে।

ভুল সংশোধন।

৪৯। (১) কোন বিবাহ আধিকারিক, যিনি বিবাহ শংসাপত্র বহিতে কোন প্রবিষ্টির ফরমে বা সারাংশে কোনও ভুল আবিষ্কার করেন তিনি, ঐরূপ ভুল আবিষ্কারের পরবর্তী এক মাসের মধ্যে, যে ব্যক্তিগণ বিবাহিত হইয়াছে তাহাদের উপস্থিতিতে অথবা, তাহাদের মৃত্যু বা অনুপস্থিতির ক্ষেত্রে, অন্য দুইজন বিশ্বস্ত সাক্ষীর উপস্থিতিতে, মূল প্রবিষ্টির কোন পরিবর্তন না করিয়া প্রান্তে প্রবিষ্টি দ্বারা ঐ ভুল সংশোধন করিবেন এবং ঐ প্রান্তিক প্রবিষ্টি স্বাক্ষরিত করিবেন ও উহাতে ঐ সংশোধনের তারিখ সংযোজিত করিবেন এবং বিবাহ আধিকারিক উহার শংসাপত্রে অনুরূপ প্রান্তিক প্রবিষ্টি করিবেন।

(২) এই ধারা অনুযায়ী কৃত প্রত্যেক সংশোধন, যে সাক্ষিগণের উপস্থিতিতে উহা কৃত হইয়াছে, তাহাদের দ্বারা প্রত্যায়িত হইবে।

(৩) যেক্ষেত্রে কোন প্রবিষ্টির একটি প্রতিলিপি ইতোমধ্যেই রেজিস্ট্রার-জেনারেল বা অন্য প্রাধিকারীর নিকট ৪৮ ধারা অনুযায়ী প্রেরিত হইয়াছে, সেক্ষেত্রে বিবাহ আধিকারিক মূল ভ্রান্ত প্রবিষ্টির ও তন্মধ্যে কৃত প্রান্তিক সংশোধনসমূহের একটি পৃথক প্রতিলিপি অনুরূপ প্রণালীতে প্রস্তুত ও প্রেরণ করিবেন।

নিয়মাবলী প্রণয়ন করিবার ক্ষমতা।

৫০। (১) কেন্দ্রীয় সরকারের আধিকারিকগণের ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকার, এবং অন্যান্য সকল ক্ষেত্রে রাজ্য সরকার, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই আইনের উদ্দেশ্যসমূহ কার্যে পরিণত করিবার জন্য নিয়মাবলী প্রণয়ন করিতে পারিবেন।

(২) বিশেষতঃ, এবং পূর্বগামী ক্ষমতার ব্যাপকতা ক্ষুণ্ণ না করিয়া, ঐ নিয়মাবলী নিম্নোক্ত বিষয়সমূহের সবগুলি বা যেকোনটির জন্য ব্যবস্থা করিতে পরিবে, যথা :—

(ক) বিবাহ আধিকারিকগণের কর্তব্য ও ক্ষমতাসমূহ, এবং যে অঞ্চলসমূহে তাঁহারা ক্ষেত্রাধিকার প্রয়োগ করিতে পারেন সেই অঞ্চলসমূহ ;

(খ) যে প্রণালীতে কোন বিবাহ আধিকারিক এই আইন অনুযায়ী অনুসন্ধানসমূহ করিতে পারেন সেই প্রণালী এবং তজ্জন্য প্রক্রিয়া ;

(গ) যে ফরম ও প্রণালীতে এই আইন দ্বারা বা অনুযায়ী অনুজ্ঞাত কোন বহি রক্ষিত হইবে সেই ফরম ও প্রণালী ;

(ঘ) এই আইন অনুযায়ী কোন বিবাহ আধিকারিকের উপর আরোপিত কোন কর্তব্য সম্পাদনের জন্য যে যে ফীসমূহ ধার্য করা যাইবে সেই ফীসমূহ ;

(ঙ) যে প্রণালীতে ১৬ ধারা অনুযায়ী সার্বজনিক নোটিস দেওয়া হইবে সেই প্রণালী ;

(চ) যে ফরমে ও যে কাল-ব্যবধানসমূহের মধ্যে বিবাহ শংসাপত্র বহির প্রবিষ্টিসমূহের প্রতিলিপি ৪৮ ধারা অনুসারে প্রেরিত হইবে সেই ফরম ও সেই কাল-ব্যবধানসমূহ ;

(ছ) অন্য যেকোন বিষয় যাহা বিহিত হইতে পারে বা বিহিত হওয়া আবশ্যক।

(৩) এই আইন অনুযায়ী কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক প্রণীত প্রত্যেক নিয়ম, উহা প্রণীত হইবার পর যথাসম্ভব শীঘ্র, সংসদের প্রত্যেক সদনের সমক্ষে, উহার সত্র চলিতে থাকা কালে, মোট ত্রিশ দিন সময়সীমার জন্য স্থাপিত হইবে, যে সময়সীমা এক সত্রের বা দুই বা ততোধিক আনুক্রমিক সত্রের অন্তর্গত হইতে পারে ; এবং যে সত্রে উহা ঐরূপে স্থাপিত হয় সেই সত্রের বা উহার অব্যবহিত পরবর্তী সত্রের বা পূর্বোক্ত আনুক্রমিক সত্রসমূহের অবসানের পূর্বে যদি উভয় সদন ঐ নিয়মের কোন সংপরিবর্তন করিতে সম্মত হন, অথবা উভয় সদন সম্মত হন যে ঐ নিয়ম প্রণয়ন করা উচিত নহে, তাহা হইলে, তৎপরে ঐ নিয়ম কেবল এরূপ সংপরিবর্তিত আকারে কার্যকরী হইবে বা, স্থলবিশেষে, আদৌ কার্যকরী হইবে না, তবে এমনভাবে যে, ঐরূপ কোন সংপরিবর্তন বা রদকরণ ঐ নিয়ম অনুযায়ী পূর্বে কৃত কোন্ কিছুরই সিদ্ধতা ক্ষুণ্ণ করিবে না।

(৪) এই আইন অনুযায়ী রাজ্য সরকার কর্তৃক প্রণীত প্রত্যেক নিয়ম, প্রণীত হইয়া যাইবামাত্র, রাজ্য বিধানমণ্ডলের সমক্ষে স্থাপিত হইবে।

১৮৭২-এর ৩। **৫১।** (১) বিশেষ বিবাহ আইন, ১৮৭২, এবং বিশেষ বিবাহ আইন, ১৮৭২-এর তৎস্থানী কোন বিধি যাহা কোন ভাগ খ রাজ্যে নিরসন ও ব্যাবৃত্তি।

এই আইনের প্রারম্ভের অব্যবহিত পূর্বে বলবৎ ছিল তাহা, এতদ্দ্বারা নিরসিত হইল।

(২) ঐরূপ নিরসন সত্ত্বেও,—

(ক) বিশেষ বিবাহ আইন, ১৮৭২ বা এরূপ কোন তৎস্থানী বিধি অনুযায়ী যথাযথভাবে অনুষ্ঠিত সকল বিবাহ এই আইন অনুযায়ী অনুষ্ঠিত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে ;

(খ) বিবাহ সংক্রান্ত বাদ ও বিষয়সমূহে সকল মোকদ্দমা ও কার্যবাহ যেগুলি, এই আইন যখন সক্রিয়তা প্রাপ্ত হয়, তখন কোন আদালতে বিচারাধীন থাকে, সেগুলি, যতদূর সম্ভব, ঐ আদালত কর্তৃক এইভাবে ব্যবস্থিত ও মীমাংসিত হইবে যেন সেগুলি আদিতেই এই আইন অনুযায়ী ঐ আদালতে রুজু করা হইয়াছিল।

(৩) (২) উপধারার বিধানসমূহ সাধারণ প্রকরণ আইন, ১৮৯৭-এর ৬ ধারার অন্তর্গত বিধানসমূহ ক্ষুণ্ণ করিবে না এবং উক্ত ৬ ধারার বিধানসমূহ ঐ তৎস্থানী বিধির নিরসনের ক্ষেত্রেও এইভাবে প্রযুক্ত হইবে যেন ঐ তৎস্থানী বিধি একটি অধিনিয়ম ছিল। ১৮৯৭-এর ১০।

প্রথম তফসিল

[২ (খ) ধারা দ্রষ্টব্য]

প্রতিষিদ্ধ সম্বন্ধের পর্যায়সমূহ

ভাগ ১

১। মাতা
২। পিতার বিধবা (বিমাতা)
৩। মাতার মাতা
৪। মাতার পিতার বিধবা (বিমাতামহী)
৫। মাতার মাতার মাতা
৬। মাতার মাতার পিতার বিধবা (মাতার বিমাতামহী)
৭। মাতার পিতার মাতা
৮। মাতার পিতার পিতার বিধবা (মাতার বিপিতামহী)
৯। পিতার মাতা
১০। পিতার পিতার বিধবা (বিপিতামহী)
১১। পিতার মাতার মাতা
১২। পিতার মাতার পিতার বিধবা (পিতার বিমাতামহী)
১৩। পিতার পিতার মাতা
১৪। পিতার পিতার পিতার বিধবা (পিতার বিপিতামহী)
১৫। কন্যা
১৬। পুত্রের বিধবা
১৭। কন্যার কন্যা
১৮। কন্যার পুত্রের বিধবা
১৯। পুত্রের কন্যা
২০। পুত্রের পুত্রের বিধবা
২১। কন্যার কন্যার কন্যা
২২। কন্যার কন্যার পুত্রের বিধবা
২৩। কন্যার পুত্রের কন্যা
২৪। কন্যার পুত্রের পুত্রের বিধবা
২৫। পুত্রের কন্যার কন্যা
২৬। পুত্রের কন্যার পুত্রের বিধবা
২৭। পুত্রের পুত্রের কন্যা
২৮। পুত্রের পুত্রের পুত্রের বিধবা
২৯। ভগ্নী
৩০। ভগ্নীর কন্যা
৩১। ভ্রাতার কন্যা

৩২। মাতার ভগ্নী

৩৩। পিতার ভগ্নী

৩৪। পিতার ভ্রাতার কন্যা

৩৫। পিতার ভগ্নীর কন্যা

৩৬। মাতার ভগ্নীর কন্যা

৩৭। মাতার ভ্রাতার কন্যা

ব্যাখ্যা।—এই ভাগের প্রয়োজনার্থে "বিধবা" পদটি বিচ্ছিন্ন-বিবাহ স্ত্রীকে অন্তর্ভুক্ত করিবে।

ভাগ ২

১। পিতা

২। মাতার স্বামী (বিপিতা)

৩। পিতার পিতা

৪। পিতার মাতার স্বামী (বিপিতামহ)

৫। পিতার পিতার পিতা

৬। পিতার পিতার মাতার স্বামী (পিতার বিপিতামহ)

৭। পিতার মাতার পিতা

৮। পিতার মাতার মাতার স্বামী (পিতার বিমাতামহ)

৯। মাতার পিতা

১০। মাতার মাতার স্বামী (বিমাতামহ)

১১। মাতার পিতার পিতা

১২। মাতার পিতার মাতার স্বামী (মাতার বিপিতামহ)

১৩। মাতার মাতার পিতা

১৪। মাতার মাতার মাতার স্বামী (মাতার বিমাতামহ)

১৫। পুত্র

১৬। কন্যার স্বামী

১৭। পুত্রের পুত্র

১৮। পুত্রের কন্যার স্বামী

১৯। কন্যার পুত্র

২০। কন্যার কন্যার স্বামী

২১। পুত্রের পুত্রের পুত্র

২২। পুত্রের পুত্রের কন্যার স্বামী

২৩। পুত্রের কন্যার পুত্র

২৪। পুত্রের কন্যার কন্যার স্বামী

২৫। কন্যার পুত্রের পুত্র

২৬। কন্যার পুত্রের কন্যার স্বামী

২৭। কন্যার কন্যার পুত্র
২৮। কন্যার কন্যার কন্যার স্বামী
২৯। ভ্রাতা
৩০। ভ্রাতার পুত্র
৩১। ভগ্নীর পুত্র
৩২। মাতার ভ্রাতা
৩৩। পিতার ভ্রাতা
৩৪। পিতার ভ্রাতার পুত্র
৩৫। পিতার ভগ্নীর পুত্র
৩৬। মাতার ভগ্নীর পুত্র
৩৭। মাতার ভ্রাতার পুত্র

ব্যাখ্যা।—এই ভাগের প্রয়োজনার্থে "স্বামী" পদটি বিচ্ছিন্ন-বিবাহ স্বামীকে অন্তর্ভুক্ত করিবে।

দ্বিতীয় তফসিল

(৫ ধারা দ্রষ্টব্য)

অভিপ্রেত বিবাহের নোটিশ

....জিলার বিবাহ আধিকারিক সমীপে।

আমরা এতদ্দ্বারা আপনাকে এই নোটিস দিতেছি যে, এই নোটিসের তারিখ হইতে তিন পঞ্জিকা মাসের মধ্যে বিশেষ বিবাহ আইন, ১৯৫৪ অনুযায়ী আমাদের মধ্যে বিবাহ অনুষ্ঠিত হইবে বলিয়া অভিপ্রেত হইয়াছে।

নাম	অবস্থা	জীবিকা	বয়স	বাসস্থান	স্থায়ী বাসস্থান যদি বর্তমান বাসস্থান স্থায়ী না হয়	বসবাসকালের দৈর্ঘ্য
ক.খ.	অবিবাহিত বিপত্নীক বিচ্ছিন্ন-বিবাহ ব্যক্তি					
গ.ঘ.	অবিবাহিতা বিধবা বিচ্ছিন্ন-বিবাহ ব্যক্তি					

......................১৯.........................এর...........দিবসে আমরা স্বাক্ষরিত করিলাম।

(স্বাঃ) ক.খ.

(স্বাঃ) গ.ঘ.

তৃতীয় তফসিল

(১১ ধারা দ্রষ্টব্য)

বর কর্তৃক করণীয় ঘোষণা

আমি, ক.খ, এতদ্দ্বারা নিম্নরূপ ঘোষণা করিতেছি :—

১। আমি বর্তমান কালে অবিবাহিত (অথবা, স্থলবিশেষে, একজন বিপত্নীক বা একজন বিচ্ছিন্ন-বিবাহ ব্যক্তি)।

২। আমি............বৎসর বয়ঃক্রম পূর্ণ করিয়াছি।

৩। আমি গ.ঘ. (বধূ)-র সহিত প্রতিষিদ্ধ সম্বন্ধের পর্যায়সমূহের মধ্যে সম্পর্কিত নহি।

৪। আমি অবহিত আছি যে, যদি এই ঘোষণায় কোনও বিবৃতি মিথ্যা হয়, এবং যদি এই বিবৃতি প্রদান করিতে গিয়া আমি ইহা মিথ্যা বলিয়া জানি কিংবা বিশ্বাস করি অথবা ইহা সত্য বলিয়া বিশ্বাস না করি, তাহা হইলে, আমি কারাবাসের এবং জরিমানারও দায়িতাধীন হইব।

(স্বাঃ) ক. খ. (বর)

বধূ কর্তৃক করণীয় ঘোষণা

আমি, গ. ঘ, নিম্নরূপ ঘোষণা করিতেছি :—

১। আমি বর্তমান কালে অবিবাহিতা (অথবা, স্থলবিশেষে, একজন বিধবা বা একজন বিচ্ছিন্ন-বিবাহ ব্যক্তি)।

২। আমি............বৎসর বয়ঃক্রম পূর্ণ করিয়াছি।

৩। আমি ক. খ. (বর)-র সহিত প্রতিষিদ্ধ সম্বন্ধের পর্যায়সমূহের মধ্যে সম্পর্কিত নহি।

৪। আমি অবহিত আছি যে, যদি এই ঘোষণায় কোনও বিবৃতি মিথ্যা হয়, এবং এই বিবৃতি প্রদান করিতে গিয়া আমি ইহা মিথ্যা বলিয়া জানি কিংবা বিশ্বাস করি অথবা ইহা সত্য বলিয়া বিশ্বাস না করি, তাহা হইলে, আমি কারাবাসের এবং জরিমানারও দায়িতাধীন হইব।

(স্বাঃ) গ. ঘ. (বধূ)

উপযুক্ত ক. খ. ও গ. ঘ. কর্তৃক আমাদের উপস্থিতিতে স্বাক্ষরিত। আমরা যতদূর অবহিত আছি তাহাতে এই বিবাহের কোন বিধিসম্মত বাধা নাই।

(স্বাঃ) ছ. জ.
(স্বাঃ) ঝ. ঞ. } তিনজন সাক্ষী
(স্বাঃ) ট. ঠ.

প্রতিস্বাক্ষরিত ড. চ.

বিবাহ আধিকারিক

দিনাঙ্কিত ....ই / শে..............................., ১৯...............

চতুর্থ তফসিল

(১৩ ধারা দ্রষ্টব্য)

বিবাহের শংসাপত্র

আমি, ঙ. চ., এতদ্দ্বারা শংসিত করিতেছি যে………………….ই/শে………………., ১৯……… তারিখে ক. খ. ও গ. ঘ. আমার সমক্ষে হাজির হয় ও উহাদের প্রত্যেকে আমার উপস্থিতিতে ও তিনজন সাক্ষী যাহারা নিম্নে স্বাক্ষর করিয়াছে তাহাদের উপস্থিতিতে ১১ ধারা দ্বারা অনুজ্ঞাত ঘোষণা করিয়াছে এবং এই আইন অনুযায়ী বিবাহ আমার উপস্থিতিতে তাহাদের মধ্যে অনুষ্ঠিত হইয়াছে।

(স্বাঃ) ঙ. চ.

………………..র বিবাহ আধিকারিক

(স্বাঃ) ক. খ. (বর)

(স্বাঃ) গ. ঘ. (বধূ)

(স্বাঃ) ছ. জ.
(স্বাঃ) ঝ. ঞ. } তিনজন সাক্ষী
(স্বাঃ) ট. ঠ.

দিনাঙ্কিত……………………….ই / শে………………………., ১৯……………

পঞ্চম তফসিল

(১৬ ধারা দ্রষ্টব্য)

অন্যান্য পদ্ধতিতে উদ্‌যাপিত বিবাহের শংসাপত্র

আমি, ঙ. চ., এতদ্দ্বারা শংসিত করিতেছি যে ক. খ. ও গ. ঘ……………….ই / শে………., ১৯……তারিখে আমার সমক্ষে হাজির হয় ও উহাদের প্রত্যেকে আমার উপস্থিতিতে ও তিনজন সাক্ষী যাহারা নিম্নে স্বাক্ষর করিয়াছে তাহাদের উপস্থিতিতে ঘোষণা করিয়াছে যে তাহাদের মধ্যে বিবাহ ক্রিয়া সম্পাদিত হইয়াছে এবং তাহাদের বিবাহের সময় হইতে তাহারা স্বামী-স্ত্রীরূপে একত্রে বাস করিয়া আসিতেছে, এবং তাহাদের বিবাহ এই আইন অনুসারে রেজিস্ট্রীভুক্ত করাইবার

জন্য তাহাদের বাসনা অনুসারে উক্ত বিবাহ অদ্য..................ই/শে.................., ১৯..........., তারিখে এই আইন অনুযায়ী,......................হইতে কার্যকারিতা সহ, রেজিষ্ট্রীভুক্ত হইয়াছে।

(স্বাঃ) ঙ. চ.

..............র বিবাহ আধিকারিক

(স্বাঃ) ক. খ. (স্বামী)

(স্বাঃ) গ. ঘ. (স্ত্রী)

(স্বাঃ) ছ. জ.
(স্বাঃ) ঝ. ঞ. } তিনজন সাক্ষী
(স্বাঃ) ট. ঠ.

দিনাঙ্কিত...................ই / শে......   ...., ১৯..........